উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে।

বালেশ্বর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের

পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর, অপর সরকিউলার রোড,

৫৮। ৫ সঙ্খ্যক ভবনে

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

মুদ্রিত।

ইং ১৮৭০। জানুয়ারি। সন ১২৭৬। মাঘ।

বিজ্ঞাপন।

উড়িষ্যায় এখন আর বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত নাই; কি বিদ্যালয়, কি আদালত সর্ব্বত্র উৎকল ভাষা লিখিত ও কথিত হয়। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সকলের সংস্থাপন অবধি ঐ সমস্তে বাঙ্গালা ভাষাই প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি মান্যবর কমিসনর সাহেবের বিজ্ঞাপনী অনুসারে বাঙ্গালা উঠিয়া গিয়া উড়িয়া ভাষা প্রচলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কমিসনর ও কতকগুলি মিসনরী সাহেবদের মনে উড়িয়াকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে। যখন তাঁহারা এরূপ স্থির করিয়াছেন যে উড়িয়া এক স্বতন্ত্র ভাষা, এবং যখন বাঙ্গালা পুস্তক সকল উড়িষ্যার পাঠশালা হইতে নির্ব্বাসিত হইতেছে, তখন অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন, উড়িয়াই বুঝি উড়িষ্যায় প্রচলিত থাকিল। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উড়িয়াকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া প্রতীতি হয় না; এবং যতই অনুসন্ধান করিতেছি ততই ঐ সংস্কারের দৃঢ়ীকরণই হইতেছে। সত্যের অপলাপ হয় ইহা ইচ্ছা করি না। এজন্য আমি পরিশ্রম করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রণয়ন করিলাম। সহৃদয় তত্ত্বদর্শী মহোদয়গণ অনুকম্পা প্রকাশিয়া ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিবেন; উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে; ইহা বাঙ্গালাই। তাঁহাদের মনে এইরূপ প্রতীতি হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমার এই ভাষাবিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তকের সাহায্যার্থ মান্যবর শ্রীযুক্ত জন্ বীমস্ সাহেবের ইণ্ডিয়ান ফাইলোলজী হইতে অনেক মত গ্রহণ ও বাঙ্গালার নানা স্থানের প্রচলিত ভাষা সঙ্কলন করিতে হইয়াছে। এই সঙ্কলন বিষয়ে, রংপুর ট্রেনীং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট জিলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত বাবু কালীকিঙ্কর শর্ম্মা, যশোহর জিলার অন্তঃপাতী নড়াল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, এবং পাচকুড়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক বাবু উমাপ্রসাদ দে, তত্তৎ প্রদেশের কথিত ভাষা সংগ্রহ করিয়া দিয়া, আমার পরম উপকার করিয়াছেন। ইহাঁরা আমার কৃতজ্ঞতার পাত্র। বালেশ্বর বার-বাটী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও এই পুস্তকে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন; ইনিও আমার কৃতজ্ঞতার ভাজন।

এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন সময়ে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের প্রধান শিক্ষক আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যত্ন পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে উল্লেখ করিতেছি প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার সাধনে সুনিপুণ, বিদ্বান বিচক্ষণ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়, সমস্ত গ্রন্থ একবার পাঠ করিয়া কয়েক স্থলে পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন; এবং তিনি, ইহা সমীচীন হইয়াছে বলিয়াছেন বলিয়াই, আমি জনসমাজে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলাম।

বালেশ্বর
গবর্ণমেন্ট জিলাস্কুল।
সম্বৎ ১৯২৬। মাঘ,

শ্রীকান্তিচন্দ্র শর্ম্মা।

পুস্তকস্থ বিষয়।

উৎসর্গপত্র।

অশেষগুণালঙ্কৃত

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র

মহাশয় মহোদয়েষু।

মহাশয়!

আপনি ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। আপনার তুল্য বিচক্ষণ বহুভাষাজ্ঞ ও তত্ত্ব-নির্ণায়ক পণ্ডিত ভারতবর্ষে অতি বিরল। আমি বহু পরিশ্রমে উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে, এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছি, উপযুক্ত পাত্র বোধে, আমি উহা মহাশয়কে উৎসর্গ করিলাম।

বালেশ্বর
মাঘ
সম্বৎ ১৯২৬

ভবদীয় একান্ত বশম্বদ
শ্রীকান্তিচন্দ্র শর্ম্মা



উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে।

ভারতের অধুনা প্রচলিত ভাষা-সমূহের আদি নিরূপণ।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন ইয়ুরোপ ও আসিয়ায় যে সমস্ত ভাষা অধুনা প্রচলিত দেখা যায়, সে সকল প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা হিন্দু-জর্ম্মণীয় বা আর্য্য, সামীয় ও তুরাণীয়। হিন্দু-জর্ম্মণীয় আবার আট বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা সংস্কৃত, ইরাণীয়, সেল্টীয়, ইটালীয়, টিয়ুটোনীয়, স্লাবোনীয়, হেলেনীয় ও ইল্লিরীয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এই আট ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ও ইরাণীয় এই দুই ভাষাই অধুনা প্রচলিত ও লোককথিত সকল ভাষার মূল। তাঁহারা কহেন সংস্কৃত ভাষা হইতে আবার দশ অপভাষার (১) আবির্ভাব দেখা যায়; যথা হিন্দী, বাঙ্গালা, সিন্ধী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, নেপালী, উড়িয়া, কাশ্মীরী, আসামী ও মত্রা।

---

(১) কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষা হইতে একাদশ অপভাষার আবির্ভাব করিয়া পাঞ্জাবীকেও তাহার অন্তর্নিবিষ্ট করেন। ফলে পাঞ্জাবী হিন্দীরই অবান্তরিক ভেদ মাত্র।

অতি প্রাচীন বেদ-ভাষাই সংস্কৃত ভাষা। প্রাকৃতিক ভাষা ও বৌদ্ধভাষা পালী, সংস্কৃত হইতে সমুৎপন্ন বা সংস্কৃতের এক অংশ। জেন্দ, ইরাণীয় ভাষার মূল ও সংস্কৃত সদৃশ। এই সকলের বিশেষ কথন এ স্থলে অনাবশ্যক ও বহুবিস্তৃতি দোষ মূলক হইবে এই হেতু তৎ সমুদায় পরিত্যক্ত হইল।

এক্ষণে এই বিস্তৃত ভারতবর্ষে যে সকল ভাষা প্রচলিত আছে তৎসমুদায় এতাদৃশ কাণ্ড ও শাখায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে যে, তাহাদিগকে ইহার প্রদেশ-বিভাগ অনুসারে প্রকৃতরূপে বিভাগীয় সীমার মধ্যে বিভক্ত করা বড় কঠিন। পূর্ব্বে কথিত হইল, সংস্কৃত ভাষা হইতে হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি দশ ভাষা সমুৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দী ভাষাও মৈথিলী, মাগধী, ভোজপুরী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি আট ভাষায় বিভক্ত দেখা যায়, ঐ পাঞ্জাবী আবার পঞ্জাবের নানা প্রদেশে নানা শাখায় বিভক্ত আছে। যাহা বাঙ্গালা নামে অভিহিত হইল, তাহার বিশুদ্ধ ভাব কলিকাতার সমীপবর্ত্তী স্থানে উপলব্ধ হয়। কলিকাতা হইতে যে প্রদেশ যতই দূরবর্ত্তী তাহাতে ততই উহার বৈপরীত্য ভাব দেখা যায়। যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাউক কি কি কারণে এক এক মূল ভাষার এরূপ প্রভেদ হয়।

ভাষাবিভাগের কারণ নিরূপণ।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, বৃহৎ সমুদ্র, অত্যুচ্চ দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী, অগম্য নিবিড় অরণ্যানী, পরাক্রমশালী বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন বিশিষ্ট জাতির উপনিবেশ, রীতি নীতি, ধর্ম্মজ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতি, এক প্রদেশীয় ভাষাকে অন্য প্রদেশীয় ভাষা হইতে পৃথক করিবার কারণ হইতে পারে; কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে ভাষা-বিভাগের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্ত কারণগুলিকেই ভাষা-বিভাগের এক প্রকার প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করেন।

অনেকে উড়িয়া ও বাঙ্গালাকে বিভিন্ন ভাষা কহেন; এই দুই ভাষা বাস্তবিক বিভিন্ন কি না এই বিষয়ের মীমাংসাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য।

আর্য্যজাতির সমাগমে ভারতের ভাষা পরিবর্ত্তন ও তাহাতে নানা ভাষার সম্মিলন।

ভারতের ভাষা পরিবর্ত্তন বিষয়ে, ভাষা-বিভাগের চতুর্থ কারণ সংঘটিত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও একপ্রকার সিদ্ধান্তিত হইয়া আসিয়াছে যে, আর্য্যজাতি কোন এক সময়ে ভারতবর্ষে গঙ্গার সমীপ-

বর্ত্তী প্রদেশে আসিয়া বসতি করেন। তাঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃত ছিল, তাহাঁরা বিন্ধ্য হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বসতি করিতেন; তাহাঁদের নামানুসারেই এক্ষণে বিন্ধ্য হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত কহে। ক্রমে তাহাঁরা যত ব্যাপ্ত হইলেন, তাহাঁদের ভাষাও তত বিস্তৃত হইয়া আসিল। সংস্কৃত নাটক নাটিকাদি পাঠে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, সেই সময় সকলেই সংস্কৃত ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিতেন না; রাজা ও মুনি ঋষিরা বা তৎ সদৃশ ব্যক্তিরাই ঐ ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিতেন; অপরে সংস্কৃতাপভ্রষ্ট বা সংস্কৃ-তোত্‌পন্ন প্রাকৃতাদি ভাষায় কথা কহিত (১)। পরে ক্রমে ক্রমে এই উভয় ভাষা মিশ্রিত হইতে আরম্ভ হয় ও ঐ মিশ্রণেও অবান্তরের উৎপত্তি হয়; এবং বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বীদিগের সংস্কৃত সদৃশ পালীভাষাও ক্রমে ঐ সকলের সহিত মিলিত হইয়া পড়ে। পরে পাঠান ও মোগলেরা আসিয়া এদেশ অধিকার করে; তাহাতেও তাহাদিগের ভাষার সম্মিলনে ঐ সকল ভাষার বিস্তর রূপান্তর হয়। অতএব স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, এই রূপে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন জাতির সমাগমে সংস্কৃতাদি ও ইরাণীয় ভাষার সহযোগে এদেশীয় ভাষা বিকৃত, রূপান্তরিত ও নানা শাখায় বিভক্ত হইতে আরম্ভ হয়। হিন্দী ভাষাতে যত আরবী ও পারসী শব্দ মিশ্রিত আছে বাঙ্গালা প্রভৃতিতে

(১) কাব্যাদর্শ ৩৩।৩১ পৃষ্ঠা।

ভিত নাই, কারণ মোগল ও পাঠানেরা দিল্লী প্রভৃতি স্থানেই বহুল সংখ্যায় বসতি করিতেন; বাঙ্গালা প্রভৃতি স্থানে তাহাদের অতিরিক্ত সমাগম ছিল না বলিয়া উহাতে ঐ সকলের অতি অল্প ভাঁজ দেখা যায়।

বাঙ্গালা ও উড়িয়ার প্রাকৃতিক সীমা নির্দ্দেশ।

প্রাকৃতিক বিভাগ ও কৃত্রিম বিভাগ এ উভয়ের অনেক অন্তর। প্রাকৃতিক ব্যাপারের পরিবর্ত্ত সাধনে মনুষ্য কথনই সক্ষম হইতে পারেন না। এক্ষণে অনেকে কহিয়া থাকেন যে, উত্তরে পুর্ণিয়া ও দিনাজপুর ইহার মধ্যে অন্যতর স্থান হইতে আরব্ধ হইয়া, পূর্ব্বে মণিপুর পাহাড়, পশ্চিমে রাজমহল গিরি ও দক্ষিণে সুবর্ণরেখা নদী এই চতুঃসীমাবর্ত্তী স্থান বাঙ্গালা ভাষার স্থান; আর সুবর্ণরেখা হইতে আরম্ভ হইয়া সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী গঞ্জাম পর্য্যন্ত প্রায় সমুদয় ভূভাগ ও অপর দিকে বলেশ্বরের সমীপ-বাহী নীলগিরি নামে অপর এক গিরি, ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থান উড়িয়া ভাষার স্থান। কিন্তু পুর্ব্ব-কথিত ভাষা বিভাগের হেতু-ভূত প্রাকৃতিক ব্যবস্থানুসারে এরূপ বিভাগ কথনই হইতে পারে না। উত্তরে হিমালয় প্রদেশ, পূর্ব্বে মণিপুর পাহাড় ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে গঞ্জাম-সমীপবর্ত্তী, দীর্ঘে ৪২ মাইল

ও প্রস্থে ১৫ মাইল বিস্তৃত বৃহৎ চিলকাহ্রদ, ও পশ্চিমে রাজমহল গিরি ও দক্ষিণ-পশ্চিমবাহী নীলগিরি নামে যে অপর এক গিরি প্রায় ঘাট-পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ইহারই মধ্যবর্ত্তী দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত ও সাগরাদি পরিবেষ্টিত সকল স্থান, প্রাকৃতিক বিভাগানুসারে একই ভাষার স্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার বিলোপ কোন মতেই যৌক্তিক হইতে পারে না। ঐ স্থান সকলের মধ্যে ধর্ম্ম এক এবং রীতি নীতি আচার ব্যবহারও এক। ফলতঃ এরূপ কোন নৈসর্গিক কারণই দেখা যায় না যে, পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক সীমান্তর্বর্ত্তী স্থানের ভাষাকে পৃথক্ পৃথক্ করে। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের ভাষা-বিভাগের সমস্ত লক্ষণানুসারেই এই সমুদায় স্থানের অর্থাৎ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার ভাষা একই হওয়া উচিত। বাস্তবিকও তাহাই; উড়িয়া ও বাঙ্গালা স্বতন্ত্র ভাষা নহে।

বাঙ্গালা ও উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতানুসারে পূর্ব্ব-নিরূপিত সীমান্তর্বর্ত্তী স্থান সমূহ একই ভাষার স্থান বলিয়া প্রতীতি হয়। বাস্তবিকও ঐ সকল স্থানে একই অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। তবে যে উহার কোন কোন স্থানবাসীদের ভাষা, অন্যান্য স্থানবাসীদের ভাষা হইতে কিছু বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ

নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। সংসর্গ-দোষ যেরূপ চরিত্র-বৈলক্ষণ্যের, সেইরূপ ভাষা বৈলক্ষণ্যেরও কারণ। সেই হেতু পার্ব্বত্য ভুটিয়া জাতিদিগের সংসর্গে রংপুর দিনাজপুর প্রভৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের, অসভ্য গারু ও খশিয়া জাতিদিগের সঙ্গদোষে শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম কমিল্লা প্রভৃতি স্থানের লোকদিগের, পর্ব্বতবাসী সাওঁতালদিগের সংসর্গে বীরভূম বাঙ্কুড়া প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের এবং বলেশ্বরের নিকটবাহী নীলগিরি-নিবাসী সাওঁ-তাল ও গণ্ড প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিদিগের সংস্রবে বলেশ্বর কটক পুরী প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের ভাষা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যতই ঐ সকল অসভ্য জাতিদিগের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হই-য়াছে, ততই নিকটবর্ত্তী বাঙ্গালীদের ভাষা সংসর্গদোষে অতিরূঢ়, কর্কশ, অশুদ্ধ, অপভ্রষ্ট ও যৎপরোনাস্তি কদর্য্য হইয়া আসিয়াছে। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকদিগের সহিত ঐ ঐ অসভ্য জাতিদিগের সংস্পর্শ ভাব নাই ; সুতরাং তত্তৎস্থান-বাসীদের ভাষা কোমল, শুদ্ধ ও সুশ্রাব্য। ফলতঃ কলিকাতার বিদূরবর্ত্তী ও ঐ ঐ জাতির সমীপবর্ত্তী স্থানের লোকদিগের ভাষা এরূপ বিকৃত হইয়া আসিয়াছে ও তাহাদিগের স্বরবৈলক্ষণ্যাদি দোষ এত অধিক যে, তত্তৎদেশের অশিক্ষিত লোকদিগের কথিত ভাষা শুনিলে হঠাৎ কোন-মতে বাঙ্গালা বলিয়াই বোধ হয় না। যাহা হউক সংসর্গ দোষে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলেও উড়িয়া ও বাঙ্গালা

যে বিভিন্ন ভাষা নহে তাহাতে আর সংশয় নাই। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে যে, অতি অল্প দিন বিগত হইল, প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার-সাধনে অতি নিপুণ সুবিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উড়িষ্যার প্রাচীন তত্ত্ব সমূহের অনুসন্ধান জন্য গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া উড়িষ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি, ঐ সময়ে উড়িয়া ও বাঙ্গালা যে স্বতন্ত্র ভাষা নহে ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালা প্রচলিত না হইলে যে তৎ প্রদেশের উন্নতি হইবেনা এ বিষয়ে সারগর্ভ সদ্যৌক্তিক একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

সুবর্ণরেখার দক্ষিণ ও উত্তরে (১) ভাষা বিষয়ে একত্ব-প্রতিপাদক নানা কারণ সত্ত্বেও, কেন যে ঐ দুই প্রদেশের ভাষাকে বিভিন্ন ভাষা বলে, আর বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিকৃত আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতির ভাষাকে বাঙ্গালা বলে, তাহা বুঝিতে পারি না। এইরূপ কথন কেবল ভ্রম-বিলসিত ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। উড়িয়া ও বাঙ্গালা পুস্তকে যে যে সাধু ও প্রাকৃত শব্দাদি প্রচলিত আছে, বিশেষ মনোযোগ-সহকারে তত্তৎবিষয়ে অনুধাবন করিলেই তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নিম্নে ক্রমে ক্রমে সেই সেই বিষয়ের সমালোচনা করা যাইতেছে।

---

(১) সুবর্ণরেখার দক্ষিণ ও উত্তর শব্দে সর্ব্বত্র বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা বুঝিতে হইবে।

বাঙ্গালা জীবনচরিত হইতে অনুবাদিত উড়িয়া জীবনচরিতের নিকলস কোপ-নির্কসের গল্প। ৪র্থ পৃষ্ঠা।

অন্যান্য লোক মানঙ্কঠাৰু সমধিক জ্ঞানালোক সম্পন্ন বহুল বিদ্বান লোক মানে পূর্ব্বঠাৰু কোপর্নিকসর মত জ্ঞাত থিলে। এতে বেলে সেঠানে সমুচিত সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা গ্রাহ্য কলে। সে মানঙ্ক ছাড়ি আউ সকল লোক ও ধর্ম্মোপদেশকগণ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও কুসংস্কারাবিষ্ট থিলে। সুতরাং সে বিষয়রে সে মানঙ্কর শ্রদ্ধা জন্মিবার সম্ভাবনা নাঁহি।

উপরি উক্ত পরিচ্ছেদ মধ্যে নিম্নরৈখিক শব্দ সকলে আংশিক অক্ষরের কেবল পরিবর্ত্ত বা কোন কোন স্থলে অপভ্রংশ দেখা যাইতেছে। এবং ঐ পরিচ্ছেদ মধ্যে ঐরূপ বিকৃত শব্দ ১৫টী মাত্র। তন্মধ্যে কয়েকটী আবার পুনঃপুনঃ লিখিত হওয়ায় প্রকৃতরূপে বিকৃত শব্দ ৯টী মাত্র দৃষ্ট হয। অবশিষ্ট ৩৪টী বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। যে কয়েকটী শব্দ ঐ পরিচ্ছেদ মধ্যে অপভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে ঊর্দ্ধরৈখিক করিয়া নিম্নে বিশুদ্ধ বাঙ্গালার লিখিত হইল। যথা—

অন্যান্য লোক সকল হইতে সমধিক জ্ঞানালোক সম্পন্ন বহুল বিদ্বান লোক সকল পূর্ব্বাপেক্ষা কোপ-নির্কসের মত জ্ঞাত ছিলেন। এখন তাঁহারা সমুচিত সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা গ্রাহ্য করিলেন।

তাঁহারা ছাড়া আর সকল লোক ও ধর্ম্মোপদেশকগণ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও কুসংস্কারাবিষ্ট ছিল; সুতরাং সে বিষয়ে তাহাদের শ্রদ্ধা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

উপরিস্থ কয়েক পংক্তিতে যে কয়েকটী কেবল ঊর্দ্ধ-রৈখিক পদ আছে, তাহাদিগকে লইয়া পূর্ব্বকার নিম্ন-রৈখিক বিকৃত পদ সকলের সহিত মিলিত করিয়া দেখা যাউক যে, উহারা কিরূপ বিকৃত হইয়াছে ও এক্ষণকার বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইতেই বা কত পৃথক্।

এইক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে যে, পূর্ব্বকার নিম্নরৈখিক পদগুলির মধ্যে অধিকাংশই পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে সংখ্যায় অধিক হইয়াছে। তন্মধ্যেও আবার কতক গুলিকে কোন কোন স্থলে শব্দাবয়বে একাক্ষর বা দ্ব্যক্ষরে কোন কোন স্থলে বা উচ্চারণ-গত স্বর ও হলের বিপর্য্যাস হেতু কিয়দংশে বিভিন্ন দেখা যায়। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে, কলিকাতার পূর্ব্ব ও উত্তর অঞ্চলের লোকদিগের উচ্চারণগত যেরূপ স্বর-বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, সুবর্ণরেখার দক্ষিণেও সেইরূপ স্বর-বিকৃতি দৃষ্ট হয়। সুবর্ণরেখার উত্তরে, শব্দের অন্ত-স্থিত, কি স্বরান্ত কি হলন্ত, প্রায়ঃ অনেক অক্ষরই হলন্ত উচ্চারিত হয়; উহার দক্ষিণে সেরূপ নহে, অন্তস্থিত সকল অক্ষরেরই স্বরান্ত উচ্চারণ দেখা যায়। লুন্, ধান্, কান্, পান্, ইত্যাদি শব্দ দক্ষিণে লুণ, ধান, কান, পান ইত্যাকার স্বরান্ত উচ্চারিত হয়। এখন পূর্ব্বোক্ত অপ-ভ্রষ্ট শব্দগুলি লইয়া বিচার করিয়া দেখা যাউক যে,

উহারা কতদূর বিকৃতি ভাব প্রাপ্ত বা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইতে কত বিভিন্ন।

উড়িয়া জীবন-চরিত হইতে উদ্ধৃত পরিচ্ছেদের প্রথম পংক্তিতে যে "অন্যান্য লোক মানঙ্কঠাক" পদটী আছে, তাহার বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অন্যান্য লোক সকল হইতে বা অপেক্ষা। এস্থলে দৃষ্ট হইতেছে উক্ত পদমধ্যে "মানঙ্কঠাক" এই আংশিক পদটী এখন বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় প্রয়োগ হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক সীমান্তর্ব্বর্ত্তী বাঙ্গালার অন্যান্য অনেক স্থানে উহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। উলুবেড়িয়ার দক্ষিণ পাঁচ সাত ক্রোশ অন্তরে মান শব্দ বহুত্ব অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা মোর মান যাই, তুয়ার মান যা, তার মান যাউ ইত্যাদি। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর পুস্তকে ও সচরাচর চলিত কথা বার্ত্তাতেও মেনে বা মানে শব্দের ব্যবহার আছে দেখা যায়; যথা "সে মেনে কেমন মেয়ে বটে," সে মেনে বড় খারাপ" ইত্যাদি। এই মেনে বা মানে শব্দ যদিও একণে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইতেছে বটে, কিন্তু বোধ হয় পূর্ব্বে ঐ শব্দ বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বহুত্বার্থেই ব্যবহৃত হইত; পরে যখন ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা ভাষার শব্দার্থগত নানা-রূপ পরিবর্ত্তনে একণকার বিশুদ্ধ বাঙ্গালার উন্নতি হইয়াছে, সেই সঙ্গে ইহারও অর্থগত বিপর্য্যাস ঘটিয়া থাকিবে। অন্যথা হয়ত বিশুদ্ধ বাঙ্গালাতে ঐ শব্দটীর সত্তাও দৃষ্ট হইত না। অতএব যখন একণও বাঙ্গা-

লার নিকৃষ্টাংশে মেনে বা মান শব্দ বহুত্বার্থে ব্যবহৃত হয়; বিদ্যাসুন্দরাদি গ্রন্থেও বিশুদ্ধ বাঙ্গালার চলিত কথাতেও এখন প্রকৃতার্থে না হউক কিঞ্চিৎ ভিন্নার্থে তাহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তখন উহা যে বাঙ্গালা শব্দ তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং এককালে উহার সর্ব্বত্র ব্যবহার ছিল এরূপ অনুমিত হয়।

সংস্কৃত মান শব্দ পরিমাণ বাচী; সুতরাং গণ, দিগ, সকল ইত্যাদি শব্দের ন্যায় উহাও পূর্ব্বে বাঙ্গালাতেও বহুত্ব অর্থে ব্যবহৃত হইত। কারণ যেরূপ আমাদিগ শব্দ, 'আমি আদি গমন করি যাহাদের' এই অর্থে বহুত্ব-বাচী হইয়াছে, সেইরূপ মান শব্দ, এমানে, সে মানে, ওমানে ইত্যাদি স্থলে, এ, সে, ইত্যাদি হইয়াছে মান যাদের এই অর্থে বহুত্ব বোধ করাইয়া দেয়। এক্ষণ বাঙ্গালার নিকৃষ্ট অংশে দিগ শব্দ ব্যবহৃত হয় না। গণ, সকল, ও মান ইত্যাদি শব্দই বহুত্ব বোধ জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আর উৎকৃষ্টাংশে অসুন্দর বোধে বা অন্য কারণে মান শব্দ সমূহার্থে ব্যবহার হয় না। গণ, সকল, দিগ ইত্যাদি শব্দ দ্বারাই বহুবচন বোধ হইয়া থাকে এই মাত্র বিশেষ। "ক" এই যুক্ত অক্ষরটী দক্ষিণে সম্মানার্থে ব্যবহার হয়। "ঠাঁই"—ইহার অর্থ হইতে ঠা শব্দটী বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় স্থান বাচী। যথা আমার ঠাই অর্থাৎ আমার স্থান, ঠাই হইয়াছে—স্থান হইয়াছে, ঠাঁয় মারা গেল—সেই স্থানেই মারা গেল—ইত্যাদি; এবং ইহাতে কখন কখন ই সংযোগ হইলে

'ঠাই' এই পদটী অপাদান কারকের চিহ্ন স্বরূপও হইয়া থাকে; যথা তাহার ঠাই লও, অর্থাৎ তাহা হইতে লও ইত্যাদি। এইরূপ দক্ষিণেও 'ঠা' শব্দ স্থান-বাচী এবং কখন কখন উক্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত বিপর্য্যস্ত অপাদান কারক চিহ্ন "ক" সংযোগে সর্ব্বশুদ্ধ 'ঠাক' এই শব্দটী অপাদান কারকের চিহ্ন স্বরূপ হইয়া থাকে। এস্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে, দক্ষিণাঞ্চলে ব্যবহৃত ঠাক এই পদটী—বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কখন কখন ব্যবহৃত অপাদান কারকের চিহ্ন ঠাই—এই পদ হইতে কেবল ক মাত্রে ভিন্ন। কিন্তু বিশুদ্ধ বাঙ্গালার স্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী দক্ষিণাঞ্চলীয়দিগের সহিত পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এরূপ সামান্য বিপর্য্যাস ঘটিবে ইহা বিচিত্র নহে। আরও দৃষ্ট হয়, যেরূপ দক্ষিণে বিশেষ্য শব্দের পর 'ক' ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বপ্রদেশে ছিলেট অঞ্চলে 'গু' ব্যবহৃত হয়, যথা কলমগু দুয়াতগু ইত্যাদি। "ক" যেরূপ দক্ষিণে অপাদান কারকের চিহ্ন সেইরূপ বাঙ্গালার আর আর অনেক স্থানে, হইতে ও অপেক্ষার পরিবর্ত্তে, অপাদান কারকে থু, তনে, তন, টাইন ইত্যাদি চিহ্ন প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রথমটী উলুবেড়িয়ার দক্ষিণে; আর শেষোক্ত তিনটী পূর্ব্ব প্রদেশে ছিলেট পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়। পরে কারক সমালোচনায় এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ হইবে। আপাততঃ যতদূর প্রদর্শিত হইল তাহাতে কি স্পষ্ট প্রতীতি

হয় না, যে দক্ষিণে ব্যবহৃত ঠাক শব্দও নিকৃষ্ট বাঙ্গালা ব্যতীত আর কিছুই নহে ?

২য় পদটী "লোক মানে"—অর্থ লোক সকল ; এ স্থলেও পূর্ব্বালোচিত মান শব্দই বহুত্ব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩য় পদটী—"পূর্ব্ব ঠাক" অর্থ পূর্ব্ব হইতে ; এই পদস্থিত 'ঠাক' পূর্ব্বালোচিত অপাদান কারক-চিহ্ন। ৪র্থ পদ "কোপর্নিকসর"—অর্থ কোপর্নিক-সের ; এই পদস্থিত সম্বন্ধ-সূচক র, কেবল স্বরান্ত উচ্চা-রিত ও সের একার বিলোপ মাত্র বিশেষ। ৫ম পদটী "জ্ঞাত থিলে"—এস্থলে থিলে শব্দ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ছিল শব্দের আংশিক রূপান্তর মাত্র; ছ থ রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ "এতেবেলে" পদটী বাঙ্গালা এতবেলা শব্দের অপভ্রংশ ; উহার অর্থ এখন ; এস্থলে কেবল একার-গত বিভিন্নতা। ৭ম "সেমানে"—অর্থ সে সকল বা তাহারা ; বহুত্ববাচী মান শব্দের সমালোচনা পূর্ব্বেই হইয়াছে। ৮ম পদটী "কলে"—অর্থ করিলে ; এস্থলে মধ্যম অক্ষর রি বিলুপ্ত দেখা যাইতেছে ; দ্রুত উচ্চারণ হেতু বিলুপ্ত হইয়াছে, এরূপ কহা যাইতে পারে। ৯ম ও ১০ম "সেমানক ছাড়ি"—এই পদদ্বয়েতে প্রথম পদের অর্থ সে সকলের ; মানক পদের সমালোচনা স্মরণ করিলেই এই অর্থ নিষ্পন্ন হইবে ; দ্বিতীয় পদ ছাড়ির অর্থ ছাড়িয়া, এখানে পরপদস্থিত 'য়া'র লোপ মাত্র ; কবিতা রচয়িতা-দের ন্যায় দক্ষিণাঞ্চলে এইরূপ অনেক শব্দই সংক্ষেপে

উচ্চারিত হইয়া থাকে। ১১শ পদটী "আউ"—অর্থ আর; এবং ইহারি অপভ্রংশ বোধ হয়। ১২শ পদটী ইতিপূর্ব্বে সমালোচিত থিলে শব্দের পুনরুক্তি মাত্র। ১৩শ পদ "সে বিষয়রে,—ইহাতে কেবল অধিকরণ কারক-চিহ্নগত রে অক্ষরেই বৈলক্ষণ্য। দক্ষিণে অধি-করণ কারকে রে এ উভয়ই ব্যবহৃত হয়; বিশুদ্ধ বাঙ্গা-লায় 'তোমারে কি বলিল, এই বাক্যটীতে যে 'রে' চিহ্ন-দেখা যাইতেছে তাহাকে এখন কর্ম্ম-কারকের চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত করে; আবার "তোমারে করিতে হইবে" এরূপও প্রয়োগ করে; সুতরাং এরূপ বলা যাইতে পারে যে, কারকের চিহ্নগত বিশেষ নিয়ম নাই; দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা অধিকরণে এর পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে রেই ব্যবহার করে। কিন্তু উড়িয়া বত্রিশ-সিংহাসনের রচয়িতা অধিকরণ কারকে, রে চিহ্ন স্থলে, 'এই' ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ১৪শ পদটী "সেমানঙ্কর"—অর্থ সে সকলের; ইহারও সমালো-চনা পূর্ব্বেই করা গিয়াছে। ১৫শ, নাঁহি—অর্থ নাই, ও ইহারি অপভ্রংশ; এস্থলে কেবল চন্দ্রবিন্দু ও হি এই উভয়ে প্রভেদ মাত্র।

উপরে জীবনচরিত হইতে যে পরিচ্ছেদটী উদ্ধৃত করিয়া সমালোচিত হইল, ঐ পরিচ্ছেদটীতে, একণে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় যে সকল শব্দ শুনা যায় না এরূপ কয়েকটী অপভ্রষ্ট ও অশ্রাব্য শব্দ আছে বটে; কিন্তু যিনি ঐ সকলের সমালোচনা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করি-

বেন. তিনি কখনই দক্ষিণ-দিকস্থ ব্যক্তিদিগের কথিত ভাষাকে স্বতন্ত্র কহিবেন না। নিম্নে ঐ জীবন-চরিতেরই অন্য এক স্থান, শিশুশিক্ষার তৃতীয় ভাগ ও সম্বাদ পত্র উৎকল-দীপিকা হইতে কতিপয় পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল; উহাদের অন্তর্গত শব্দের আর সমালোচনার প্রয়োজন নাই; কারণ পূর্ব্বকৃত সমালোচনার সাহায্যেই অতি সহজে অর্থাববোধ হইবে, এবং প্রতীতি হইবে যে, উহারা স্বতন্ত্র ভাষায় লিখিত নহে. উহাদের রচনায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালার কিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র হইয়াছে।

উড়িয়া জীবন চরিত ;—১৬ শ পৃষ্ঠা।

হর্শেল এহি রূপে ক্রমে ক্রমে রেখা গণিতরে ব্যুৎপন্ন হোই উঠিলে এবং তেতে বেলে আপনাকু পদার্থ-বিদ্যা অনুশীলনরে সমর্থ জ্ঞান কলে। পদার্থ বিদ্যা নানা শাখা মধ্যরে জ্যোতিষ ও দৃষ্টিবিজ্ঞান এহি দুই বিষয়রে তাহাঙ্কর বিশেষ অনুরাগ জন্মিলা। এবং সেহি সময়রে কেতেক অভিনব আবিষ্ক্রিয়া দর্শনে তাহাঙ্কর অন্তঃকরণরে অত্যন্ত কৌতূহল উদবুদ্ধ হেলা। তদনুসারে সে অবকাশ সময়রে উক্ত বিদ্যা বিষয়ক গবেষণারে মনোনিবেশ কলে।

তৃতীয় ভাগ উড়িয়া শিশু-শিক্ষার ২০ শ পৃষ্ঠা হইতে

এক পরিচ্ছেদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। ইহা শিশু-দের পাঠ্যপুস্তক ; অবশ্যই ইহার মধ্যে শিশুদের বোধ সৌকর্য্যার্থে দক্ষিণ-দেশীয় সদা প্রচলিত বহুল শব্দ দৃষ্ট হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে ; কিন্তু কেহই ইহাতে কয়েকটি অতি সামান্যাকার অপভ্রষ্ট শব্দ ভিন্ন, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইতে আর কিছুই পৃথক্ দেখিতে পাইবেন না।

"হস্তির অতিশয় বল। ছঅটা ঘোড়া বা পঞ্চাশ জন লোকে যেউ বোঝা হলাই ন পারন্তি ; হস্তী একাকী তাহা অনায়াসরে টনিনেই পাএ। হস্তী এ পরিসাব-ধানরে নৌকা উপরকু মোট উঠাই দিএ, যে মোট— দেহরে কিছিমাত্র জল লাগে নাহি। নৌকা উপররে ধীরে ধীরে মোটটি রখি দেই, শুণ্ডরে হেলাই দেখে, যদি মোট টল টল হুঅই, তেবে বুদ্ধি পূর্ব্বক তলে ঠেক দেই রখি দিঅই।"

সম্বাদপত্র বিশুদ্ধ ও চলিত ভাষায় লিখিত হয়। উড়িয়া যদি এক স্বতন্ত্র ভাষাই হয়, তাহা হইলে, সম্বাদ পত্রে লিখিত উড়িয়া ভাষা বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইবে বলিয়াই সম্ভাবনা করা যায়। কিন্তু নিম্নে উৎকল দীপিকা হইতে যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল তাহাতে দৃষ্ট হইবে উহার সঁকলি বাঙ্গালা ; কেবল কয়েকটি অল্প-সংখ্যক পদ মাত্র বাঙ্গালার অপভ্রষ্ট।

---

২৭ শে মার্চ্চ ১৮৬৯; উৎকল-দীপিকা।

'গত বুধবার কটক হাইস্কুলর বার্ষিক পারিতোষিক দান সভারে উপস্থিত হোই এদেশর গোটিএ বৃহৎ অভাবর কথা জ্ঞাত হেবারু, তাহাকু শিরনামা করি এ প্রস্তাব লেখিবারে প্রবৃত্ত হেঁলু। দিন দিন নানা বিষয়রে যেমন্ত সংসারর উন্নতি হেউ অছি, তেমন্ত লোকঙ্কর নানা প্রকার নূতন কথার আলোচনা করিবাকু পড়ু অছি। পূর্ব্বে ভারতবর্ষর এক এক শ্রেণীর লোক হস্তে এক এক বিদ্যা কি ব্যবসায়র ভার থিবারু অপর শ্রেণীর লোককু সেথিরে কিছি করিবার আবশ্যক হেউ ন থিলে। তথাচ সমাজর কার্য্য এক প্রকার চলু থিলে"।

উপরিক্ত সমালোচনায় দেখা যাইতেছে যে, সুবর্ণরেখার দক্ষিণ ও উত্তর উভয় স্থানেই সাধুশব্দ গুলি এক, কোনরূপ ভেদ লক্ষিত হয় না। এবং ঐরূপ শব্দই কি মৌখিক কথা বার্ত্তা কি পুস্তক, সকল স্থলেই অধিক পরিমিত দৃষ্ট হয়। আর ঐ দক্ষিণাঞ্চলে যে কতকগুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গালার অপভ্রষ্ট শব্দ দেখা যায় তাহাদের সংখ্যা অতি কম। যাহা অশ্রাব্য বোধে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা অদ্যাপি সুবর্ণরেখার দক্ষিণে সমাদৃত আছে, আর যে যে শব্দ স্বর বা হলের একাক্ষর বা দ্ব্যক্ষরে বিভিন্ন, তাহা কেবল দক্ষিণ দেশীয়দিগের দ্রুত-কথন শক্তিতে

ঘটিয়াছে। কারক ও ক্রিয়ার চিহ্নগত যে কিছু ভেদভাব লক্ষিত হয়, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। যে দেশকেই কোন এক ভাষার স্থান বলিয়া ধরা যায়, সেই দেশেরই ভিন্ন ভিন্ন ভাগে কারকের চিহ্ন ও ক্রিয়ার আকার-গত কিছু কিছু ভিন্নভাব লক্ষিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার দেশও সেই নিয়মের অধীন। বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলে যেমন কারক-চিহ্ন ও ক্রিয়ার আকার-গত কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ঐ সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থানের উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলেও ঐরূপ ভেদ ভাব বরং অধিক রূপে দৃষ্ট হয়; এমন কি, বরং দক্ষিণাঞ্চলের ভাষা, মনোযোগ সহকারে শুনিলে প্রায়ই সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়; উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলের বাঙ্গালা ভাষা এমনি কদর্য্য যে, তাহা আপাততঃ শুনিলে বিভিন্ন বোধ হয়, বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ ও অনুধাবন না করিলে তাহার অধিকাংশই দুর্ব্বোধ থাকে। কিন্তু তন্নিবন্ধন উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষাকে কেহই বাঙ্গালা হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষা বলেন না। তবে কারক-চিহ্ন ও ক্রিয়ার কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ ভেদ দেখিয়া সমধিক সাদৃশ্যবতী দক্ষিণাঞ্চলীয় ভাষাকে কি একটী পৃথক্ ভাষা বলা উচিত? কি হেতু অবলম্বনে দক্ষিণা-ঞ্চলীয়দিগের কথিত ভাষা স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় তাহার মর্ম্ম বুঝা দুষ্কর। এস্থলে সম্বলপুর বিদ্যালয় সমূহের সুযোগ্য ডেপুটী ইনস্পেক্টর, উড়িষ্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিচ্ছন্দ পাটনায়েক

মহাশয়ের বিরচিত উড়িয়া-ভূগোলের উড়িয়া ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবের কতিপয় পংক্তি, এবং উড়িয়া ভাষায় পুস্তক রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরমোহন সেনাপতির কৃত জীবন-চরিতের বিজ্ঞাপনের কয়েক পংক্তি, উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, যাহাঁরা উড়িষ্যার আদিম নিবাসী বুদ্ধিমান, তাঁহারাও আপনাদের পুস্তকে উড়িয়াকে স্বপ্রধান ভাষা বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন না; বরং উহাকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালারই অপভ্রষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে তাঁহারা বাঙ্গালা ও উড়িয়াকে একই ভাষা কহিতেছেন বলিয়া আমার এই ভাষা-বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তকের এ সময় বড় সহকারিতা হইতেছে; কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা উড়িষ্যার আদিম নিবাসী নহেন ও বহু বিস্তৃত বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষজ্ঞ বা উহার মর্ম্মাববোধে সমর্থ নহেন, তাঁহারা উড়িয়া ও বাঙ্গালাকে পৃথক ভাষা কহেন।

বিচ্ছন্দ পাটনায়েক বাবুর উড়িয়া ভূগোলের ভাষা সমালোচনার ২৫শের পৃষ্ঠা। পূর্ব্বকার সমালোচনা মনে করিলেই নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি-স্থিত অপভ্রষ্ট কয়েকটি শব্দ বুঝা যাইবে।

“ভারতবর্ষবাসী হিন্দুমানঙ্কর এক ভাষা নুহে। বাসস্থান ভেদে সেমানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহন্তি। মাত্র সেমানঙ্কর সকল ভাষা সংস্কৃতরু উৎপন্ন অথবা

সংস্কৃত শব্দ সাহায্যরে সুসম্পন্ন হোই অছি। এহি সাধু ভাষা মধ্যরে আর্য্যাবর্ত্তরে বাঙ্গালা ও হিন্দী এহি দুই ভাষাই প্রধান। শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানরে শুনা যাই পারে; কলিকাতারু যেতে দূর যিবাকু হুএ বাঙ্গালাভাষা ক্রমে ক্রমে তেতে কদর্য্য হুএ। শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানর ভাষা এ প্রকার অপরিষ্কৃত, পুণি কদর্য্য, যে শীঘ্র বোধগম্য হুএ নাহি। আসাম পুণি উড়িষ্যার বাঙ্গালা ভাষার বিস্তর রূপান্তর দেখা যাই পারে। বিশেষরে উড়িয়ামানে যে প্রকার উচ্চারণ করন্তি তহিরু হঠাত বোধ হুএ সেমানঙ্কর ভাষা বাঙ্গালারু সম্পূর্ণ পৃথক। মাত্র বাস্তবিক তাহা নুহে; সেমানে হলন্ত শব্দ ব্যবহার করন্তি নাহি; যেউ শব্দ বঙ্গভাষারে হলন্ত ব্যবহার হুএ, সেমানে তাকু স্বরান্ত করি উচ্চারণ করন্তি এবং সকল কথা অতি শীঘ্র শীঘ্র কহন্তি, এই কারণরু বুঝা যাই ন পারে। কিঞ্চিৎকাল উড়িয়া মানঙ্ক সঙ্গে কথাবার্ত্তা কলে বোধ হুএ, যদি বা উড়িয়া বাঙ্গালা এই দুই ভাষা ঠিক এক নুহে, তথাপি সে দুই ভাষার পরস্পর অনেক ঐক্য অছি"।

বাবু ফকিরমোহন সেনাপতির কৃত জীবন চরিতের বিজ্ঞাপনে যথা; "এ কথা যথার্থ অটে যে, কেবল ক্রিয়া মাত্র পরিবর্ত্তন করিদেলে বাঙ্গালা উড়িয়া হোই যাএ"।

সুবর্ণরেখার দক্ষিণে সদা প্রচলিত শব্দ।

লোকে কহিয়া থাকে "যোজনান্তে পৃথক কথা", আমরা স্বস্থান হইতে যত দূরবর্ত্তী হই ততই এইবাক্য সপ্রমাণ হয়। বিদূরবর্ত্তী হইলে দৃষ্ট হয় যে, স্বস্থান-দূরস্থিত স্থান সকলের কি স্বর-বিকৃতি, কি প্রচলিত শব্দ এত বিভিন্ন যে, উহা শুনিলে আপাততঃ এক বিজাতীয় জাতির ভাষা বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে আর ওরূপ বোধ থাকে না। পূর্ব্বে যেরূপ কথিত হইয়াছে, বিভিন্ন জাতির অত্যন্ত নিকট সংস্রবে এক জাতির ভাষাকে অনেক অংশে পৃথক করিয়া তুলে, তদ্রূপ আর এক বিশেষ কারণেও এক জাতির ভাষাকে স্থান ভেদে পরস্পর বহু অংশে পৃথক বলিয়া আপাততঃ প্রতীতি করাইয়া দেয়। অজ্ঞ লোক, প্রচলিত প্রকৃত শব্দ গুলিকে শুদ্ধ রূপে উচ্চারণ করিতে পারে না; উহারা হ্রস্ব স্থানে দীর্ঘ, ও দীর্ঘ স্থানে হ্রস্ব করিয়া ফেলে; এবং সাধু-শব্দ সকলের অবয়ব গত কোন কোন অক্ষরও বিলুপ্ত করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কালের সহায়তা ও জ্ঞানের বিলোপে স্থানে স্থানে অনেক সাধু শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিকৃত হইয়া আইসে। এক্ষণে সুবর্ণরেখার দক্ষিণে প্রচলিত ঐরূপ কতকগুলি অপভ্রষ্ট শব্দের সমালোচনা করা যাইতেছে। দেখা যাউক উহারা বস্তুতঃ বাঙ্গালা বা তদপভ্রষ্ট কি না?

সুবর্ণরেখার দক্ষিণে প্রচলিত শব্দ ।

শব্দ	অর্থ
বাট	পথ
উধার	ধার করা
পারা	বুঝি বা মত
পরি	মত
পো	ছেলে
মূষা	ইন্দুর
পাখাল	পান্ত বা পরস্মুতি ভাত
পানি	জল
লোহ	রস
নেউটী	ফিরে আসা
খরা	রৌদ্র
উছুন	এখন
গোড়	পা
কেঁউঁ ঠারে	কোন ঠাঁই
কৌঠী	কোন ঠাঁই
এইঠী	এখানে
সেইঠী	সেখানে
ঐঠী	ওখানে
এ আড়ে	এদিকে

শব্দ	অর্থ
সে আড়ে	সে দিকে
কিছ্ছি	কিছু
কোনসি	কোন
কোন বা কিস	কি
তহিরে মধ্য	তাহাতেও
শান	ছোট
পিলা	ছেলে
কাড়া	বাহির করিয়া দেওয়া
কাঁত	দেওয়াল
গোটা বা গুটিএ	একটা
গলা	গেল
কলা	করিল
হলা	হইল
তেবে বা তেবেহে	তবে
যেবে বা যেবেহে	যবে
এহি	এই
অবা	অথবা
ভল	ভাল
যেউ	যে

শব্দ	অর্থ
পাকে বা পাকরে	দিকে
খণ্ডে	খণ্ড
আন	অন্য
আউ ও আহুরি	আর
ছেলি	ছাগল
মাকড়	মর্কট বা বানর
মুণ্ড	মাথা
টঙ্কা	টাকা বা তঙ্কা
বাহুড়া	উলটিয়া আসা
খণ্ডা	খাঁড়া
পশিল বা পশে	প্রবেশ করিল বা প্রবেশ করে

এবম্বিধ কতক গুলি শব্দ সুবর্ণরেখার দক্ষিণে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। উপরি লিখিত ঐ সকল শব্দ, ঐ রূপ আরকতকগুলি শব্দ এবং অংশ বিকৃত আরও কয়েকটী কথা এক্ষণ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বলিতে শুনা যায় না বলিয়া কতকগুলি লোকে দক্ষিণাঞ্চলের প্রচলিত ভাষাকে উড়িয়া নামে এক স্বতন্ত্র ভাষা কহিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; ঐ সকল শব্দ বিশুদ্ধ বাঙ্গালারই পূর্ব্বব্যবহৃত ও অপভ্রষ্ট মাত্র। উহারা বাঙ্গালা কি না, এবং এক্ষণে বিশুদ্ধ অবস্থায় না হউক, পর্ব্বে

বাঙ্গালারই সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল কি না, নিম্ন-কৃত সমালোচনাতে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে।

বাট—পথ; এক্ষণ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় এই শব্দটীর সর্ব্বদা প্রয়োগ হয় না বটে; কিন্তু পূর্ব্বে, বোধ করি, উহার সর্ব্বদা প্রয়োগ হইত; কারণ ঐ শব্দটী কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ও অন্যান্য বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থে বহুল স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা "অঙ্গীকার করি উঝা চলিলেন 'বাট'; 'হাট ঘাট বাট' ইত্যাদি। উধার—ধার করা; এটীও বাঙ্গালা কথা; যথা (কবিকঙ্কন চণ্ডী) 'কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার শুধিনু'। পারা—বুঝি; কলিকাতার নিকট বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বুঝি অর্থে প্রয়োগ করিতে হইলে, যদিও পারা প্রয়োগ হয় না বটে, কিন্তু স্থানে২ এখনও এবং কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ভূরি ভূরি স্থলে বুঝি অর্থে প্রযুক্ত পারা শব্দই দৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা চণ্ডী "বয়স অশীতি পারা বীর গৃহে বাস," এই রূপ "হইল পারা" "দিবে পারা" "খেপার পারা" ইত্যাদিও প্রয়োগ আছে। পরি—ইহার অর্থ মত; এটী ঐ পারা শব্দেরই অপভ্রংশ। পো—পুত্র; এই শব্দটী বাঙ্গালার অনেক স্থানে স্ত্রীলোকদের মুখে শুনা যায়, এবং চণ্ডীতেও দেখা যায়; যথা ঠাকুর পো, ভাসুর পো, ঘোষের পো ই- ত্যাদি; চণ্ডীতেও যথা "বাপের সাপ পোর ময়ূর সদাই করে কেলি" ইত্যাদি। মূষা—ইন্দুর; কবিকঙ্কন চণ্ডী গ্রন্থে যথা "ঘরের মূষা কাটে ঝুলি আমি খাই গালি" ইত্যাদি। পাখাল-পর্য্যুষিত ভাত বা পান্তভাত, বাঙ্গালা

প্রক্ষালন শব্দ হইতে সমুৎপন্ন ও উহারি অপভ্রষ্ট; এই শব্দ এখন বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অবিকল ব্যবহার হয় না বটে কিন্তু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ কবিকঙ্কন চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়; যথা "প্রাণ পাই পাইলে পাখাল" ইত্যাদি। পানি—জল; ভদ্রলোকে জল শব্দ স্থানে পানি শব্দ প্রয়োগ করেন না, কিন্তু বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ইতর জাতিরা জল শব্দ স্থলে পানি শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকে এবং চণ্ডীতেও দৃষ্ট হয়; যথা "মেঘে যেন পানি পশলা"। লোহ—রসবিশেষ; সর্ব্বদা দক্ষিণাঞ্চলে হাত পা প্রভৃতি ফুলিলে লোউ বা লোহ পড়িয়াছে এরূপ প্রয়োগ করিতে শুনা যায়; কিন্তু রক্ত অর্থে ব্যবহার করে; এইটী দক্ষিণ দেশীয়দিগের ভুল; হাত পা ফুলিলে রসই নামে; রক্ত নহে; শোথের কারণ রস; রক্ত নহে; এবং এই অর্থে "লোহ" শব্দকে বাঙ্গালার কবিকঙ্কন স্বীকার করিয়া স্বীয় গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন যথা "লোচনের লোহেতে মলিন মুখশশী;"; এস্থলে চক্ষুর জল, রক্ত নহে। নেউটী—ফিরিয়া আসা বা ঘুরে আশা এই অর্থে প্রয়োগ করিতে দেখা যায়; যদি ইহার প্রয়োগ বিশুদ্ধ বাঙ্গালার এক্ষণে শ্রুত হয় না কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে চণ্ডীতে উহার প্রয়োগ আছে, যথা "পুন না নেউটিবে যৌবন"। খরা—রৌদ্র; এই শব্দ বাঙ্গালা বিশেষণ খর শব্দ হইতে সমুৎপন্ন ও উহারি অপভ্রংশ; বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ইতর জাতিরা রৌদ্র স্থানে খরা শব্দ প্রয়োগ করিয়া

থাকে; এবং বাঙ্গালা কবিরাও বিশেষ্য রূপে উহাকে রৌদ্র অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন; যথা, চণ্ডীমঙ্গলে "ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা"। উচ্ছুন—এই শব্দ 'এখনি' এই অর্থে ব্যবহৃত হয় ও এক্ষণ শব্দ-সমুৎপন্ন এইরূপ অনুমিত হয়, 'ক্ষ' দক্ষিণে চ্ছ রূপে উচ্চারিত হয়, সুতরাং এছন হইতে হইতে উচ্ছুন হইয়া আসিয়াছে। গোড়—পা; সর্ব্বদা বাঙ্গালায়, উত্তরে যেরূপ 'হাত পা ধোও,' ব্যবহার হয়, তদ্রূপ দক্ষিণে 'গোড় হাত ধোও' এইরূপ প্রয়োগ করিতে শুনা যায়; বাঙ্গালার অন্য ভাগেও অনেক স্থানে 'গোড়' শব্দ পা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়; যথা 'গোড়মল' অর্থাৎ পায়ের মল, গোড়মুড়—পায়ের মুড়ী ইত্যাদি। কেউঠারে—অর্থ কোন ঠাই; কেই—ঠারে—বাঙ্গালা 'কোন' শব্দ হইতে কেউ ও 'স্থান' শব্দ হইতে ঠার শব্দ সমুৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বোধ হয়; স্থান শব্দ হইতে বাঙ্গালাতে ঠান হয় ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কৌঠী—ইহাও বাঙ্গালার কোনঠাই শব্দের অপভ্রংশ; ইহার অর্থ কোথায়; বাঙ্গালার উত্তরাঞ্চল রংপুর প্রভৃতি স্থানে ও দক্ষিণাঞ্চলে কথিত কৌঠী শব্দের ন্যায়, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইতে অপভ্রষ্ট কোঠে শব্দ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ দক্ষিণে প্রচলিত এইঠী, সেইঠী, ঐঠী, ইত্যাদি শব্দও বাঙ্গালা স্থান শব্দ নিষ্পন্ন এইঠাই, সেইঠাই, ঐঠাই ইত্যাদি শব্দের অপভ্রংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে। বিশুদ্ধ বাঙ্গালার কথিত এই স্থান,

সেই স্থান, কোন স্থান, ও ঐ স্থান বা এইঠাই, সেইঠাই, কোন ঠাই, ও ঐ ঠাই ইত্যাদি শব্দ সকলের সহিত দক্ষিণাঞ্চলে (লোকে যাহাকে উড়িষ্যা কহে) কথিত অপভ্রষ্ট এইঠী, সেইঠী, কোনঠী, ও ঐঠী, ইত্যাদি সকলের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে বলিতে হইবে; কিন্তু এক্ষণ লোকে যাহাকে বাঙ্গালাদেশ বলিয়া অভিধান করে তাহার স্থানে স্থানে সর্ব্বদা কথিত ঐরূপ শব্দ সকলের সহিত কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই এরূপ শব্দও প্রয়োগ করিতে শুনা যায়; যথা ছিলেট অঞ্চলে ঐ স্থান, ওস্থান, সেস্থান, ও কোন স্থান শব্দ গুলিকে সম্পূর্ণ বিপরীত ও নিতান্ত সাদৃশ্যহীন করিয়া ইন, হন, বা হেন ও কুবায় ইত্যাকারে প্রয়োগ করিয়া থাকে; কিন্তু তথাপি ছিলেট বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন আর কোন স্বতন্ত্র দেশ বলিয়া কথিত হয় না। এ দিকে, সে দিকে, ও দিকে ও কোন দিকে ইত্যাদি স্থলে দক্ষিণে এ আড়ে, সে আড়ে, ও আড়ে এবং কেগন আড়ে এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে; বাঙ্গালার রাঢ় অঞ্চলে এখনও আড়ে শব্দ প্রয়োগ করিতে শুনা যায়; ছিলেট প্রভৃতি স্থানে ঐ গুলি ইবায়, হবায়, কুবায় ইত্যাকারে ব্যবহৃত হয়; এই গুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তথাপি বাঙ্গালা; আর প্রকৃত বাঙ্গালায় ব্যবহৃত শব্দের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য থাকিলেও দক্ষিণাঞ্চলের ভাষা বাঙ্গালা নামে অভিহিত না হইয়া স্বতন্ত্র উড়িয়া নামে কথিত হয় একবড় চমৎকার কথা। কিছি—অর্থ কিছু; এস্থলে উকার ইকারে পরিবর্ত্তিত

মাত্র। কোনসি—এই শব্দের অর্থ কোন; বোধ হয় বাঙ্গালা কোন+সে এইরূপ কথিত হইতে হইতে 'কোন-সি' আকার ধারণ করিয়াছে; দক্ষিণদেশীয় ভদ্রলোকে 'কোনসি' শব্দ প্রয়োগ করেন না; প্রকৃত বাঙ্গালা কোন শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকেন; অপরে কোনসি ব্যবহার করে। কিস-অর্থ কি; ইহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কি+সে ইহারই অপভ্রংশ। তহিরেমধ্য—তাহাতেও; তহিরে—'তহি' শব্দ বাঙ্গালা তাহা শব্দের অপভ্রংশ, দক্ষিণে প্রায় সকল স্থলেই অধিকরণ কারকের চিহ্নরূপে প্রযুক্ত হয়, এবং মধ্য শব্দ দক্ষিণে কখন কখন 'ও'কারার্থেও ব্যবহৃত হয়; অতএব "তহি+রে আর মধ্য" এই শব্দ যে বাঙ্গালা 'তাহাতেও' এই পদ হইতে সমুৎপন্ন বা উহার অপভ্রংশ, তাহাতে সংশয় নাই। মধ্য শব্দ আবার দক্ষিণে কখন কখন কিন্তুর অর্থে ও তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ইহা সুসংগত হয় না, এবং, শুনা যায় দক্ষিণ অঞ্চলের ভদ্র লোকেও উহার ব্যবহার করেন না। শান—ছোট; বোধ হয় সে+ঊন, সে ছোট, এই রূপ কহিতে কহিতে অথবা সামান্য এইশব্দের অপভ্রংশে শান ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে; পুস্তকে লিখিবার সময় এই শব্দে তালব্য 'শ' ব্যবহার করে, ইহা সুসংগত বোধ হয় না। পিলা—ছেলে; বাঙ্গালার নানা স্থানে 'ছেলে পিলে' বলিয়া থাকে; দক্ষিণে প্রথম শব্দটী পরিত্যক্ত হইয়া সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে কেবল 'পিলা' শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকে। কাঢ়া—অর্থ, স্থানান্তরিত করা; এক্ষণও বিশুদ্ধ বাঙ্গালার

নানা স্থানে ইহার প্রয়োগ হয়; যথা 'কাড়িয়া লও' ইত্যাদি, এবং চণ্ডীতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়, যথা "কাড়িয়া চালের খড় জ্বালিলেন আউরী"। কাঁত—দেওয়াল; পূর্ব্বে সুবর্ণরেখার উত্তরেও এই কথার ব্যবহার ছিল; কোন কোন স্থানে এখনও আছে এবং চণ্ডীতেও পরিদৃষ্ট হয়; যথা "কাঁত ভাঙি পালাইতে দেহ অনুমতি"। গোটা বা গুটিএ—একটা; এক শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলে দক্ষিণে এই শব্দ ব্যবহার করে; বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় ভদ্র লোকে সচরাচর 'গোটা' শব্দ ঐ অর্থে প্রয়োগ করেন না বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ ভিন্নাবয়বে উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে যথা "গোটা কতক আম," "গুটি কতক পটল," ইত্যাদি; অনেক স্থলে বাঙ্গালার ইতর লোকেরা প্রকৃতার্থেই ইহার প্রয়োগ করে এবং চণ্ডী গ্রন্থেও ঐ প্রকৃতার্থেই ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা "তোর ধনু মোর গোটা বাণ"। গলা, কলা, হলা—ইত্যাদি ক্রিয়া-বোধক শব্দসকল, বিশুদ্ধ বাঙ্গালার গেল, করিল, হইল ইহাদেরই কোন কোন অংশ বিলোপে সমুৎপন্ন; বাঙ্গালা কবিতায় গলা প্রভৃতির অপভ্রংশাকারেই সর্ব্বদা প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেবে, এবে, তেবে—ইত্যাদি শব্দ গুলি বাঙ্গালা যবে তবে ইত্যাদির অপভ্রংশ, কখন কখন ঐ সকল শব্দের অন্তেতে সম্বোধন-সূচক হে ব্যবহৃত হয়; যথা যেবেহে এবেহে, তেবেহে ইত্যাদি; বিশুদ্ধ বাঙ্গালাতেও যবে, তবে, ইত্যাদি শব্দের পর কখন কখন সম্বোধন-সূচক শব্দ

প্রয়োগ হয়; যথা 'যবে হে শ্যাম, 'কেমন হে মুরারি' ইত্যাদি; বাঙ্গালা পদ্যেতেও ঐরূপ অবিকল শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা "এবে তুমি বড় ভাগ্যবতী" ইত্যাদি। এহি—ইহার অর্থ এই; ও ইহারি অপভ্রংশে সমুৎপন্ন। অবা—অর্থ অথবা; উহা এই অথবা শব্দেরই মধ্যম অক্ষর 'থ' বিলোপে সমুৎপন্ন; দক্ষিণাঞ্চলে অনেক স্থলে অথবাও প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। ভল্—অর্থ ভাল; এস্থলে আকার মাত্র বিলোপে ভল্ এইরূপ হসন্ত উচ্চারিত হয়। যেউ—অর্থ যেই; এবং এই যেই শব্দেরই অপভ্রংশে ইকার উকার-বৎ উচ্চারিত হইতেছে মাত্র। পাথে বা পাথরে—অর্থ দিকে; বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশে যদিও ইহার সচরাচর প্রয়োগ দেখা যায় না বটে, তথাপি কোন কোন স্থলে ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হয়; যথা 'সে পাথে দেখ,' অর্থাৎ সে দিকে দেখ ইত্যাদি। খণ্ডে -অর্থ এক বা অংশ; এই শব্দ উত্তরে কোন কোন স্থলে শব্দের পরে প্রযুক্ত হয়, আর দক্ষিণে শব্দের পূর্ব্বে প্রয়োগ হয় এই মাত্র বিশেষ। আন—অন্য; যলোপ ও আকারাগমে আন, ইত্যাকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। আউ—অর্থ আর, এবং আহুরি—অর্থও আর; অতএব অনুমান হয় শেষোক্ত আহুরি শব্দ হইতে আউ এই শব্দ সমুৎপন্ন হইয়াছে; এবং ঐ শেষোক্ত আহুরি পদটীও বিশুদ্ধ বাঙ্গালার 'আর ও' শব্দ হইতে অপভ্রষ্ট হইয়াছে। ছেলি - ছাগল; বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থে ছেলি শব্দ ছাগল অর্থে প্রযুক্ত

দেখা যায়; যথা চণ্ডী "কোলেতে করিয়া ছেলি পার করি যান"; এই শব্দের অন্তর্গত 'ল' নিতান্ত দক্ষিণে ড়-বৎ উচ্চারিত হয়। একই কথা 'ড়-লয়ো রভেদঃ"। মাকড়—বানর বা মর্কট; উহা মর্কট শব্দেরই অপভ্রংশ; এখনও বিশুদ্ধ বাঙ্গালাতে মর্কট শব্দের ন্যায় মাকড় শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা; "কোন কর্ম্মের নয় মাকড় টেনে টেনে ছেড়ে কাপড়"। মুড়—মস্তক; বিশুদ্ধ বাঙ্গালার বাঙ্গালার অনেক স্থলে সচরাচর কথায় ঐ মুড় বা মোড় শব্দের প্রয়োগ শুনা যায়; যথা 'বাঁশের মুড়'; 'মাছের মুড়'; 'ঘাড় মোড় ভাঙ্গিয়া জ্বর আসিয়াছে' ইত্যাদি। টঙ্কা-টঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ; শুভঙ্কর টঙ্কাকে তঙ্কা শব্দে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; সচরাচর কথায় উহাকে টাকা কহে; বিশুদ্ধ বাঙ্গালার স্থানেও পূর্ব্বে টঙ্কা শব্দের ব্যবহার ছিল, যথা; "বেশ্যা দুয়ারে টঙ্কা টঙ্কা, দেবদুয়ারে নব ডঙ্কা"। বাহুড়া—উলটা; বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই বাহুড়া ও বাহুড়িয়া শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। খণ্ডা—খাঁড়া; এক্ষণ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় খণ্ডা শব্দের প্রয়োগ হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব্বে ঐ শব্দই ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ রামায়ণ গ্রন্থে ভূরি ভূরি স্থলে পরিদৃষ্ট হয়, যথা; "খণ্ডা খরশান টাঙ্গী অতি ভয়ঙ্কর" ইত্যাদি। পশে—প্রবেশ করে; পশিল বা পশে এইরূপ শব্দ সর্ব্বদাই বাঙ্গালা কবিতায় দৃষ্ট হয়; যথা মাইকেল-কৃত মেঘনাদ-বধ কাব্যে "আসি লক্ষণ পশিল রক্ষঃপুরে" ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় সর্ব্বদা কথিত ও প্রচলিত শব্দ সকলের মধ্যে প্রায় সকল শব্দই সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবিকৃত, কতকগুলি বা অংশ বিকৃত।

যে যে শব্দ পরপৃষ্ঠায় স্তম্ভাকারে প্রদর্শিত হইতেছে ঐ সকলের সংখ্যা সমুদায়ে ২৩১ টী। বাঙ্গালায় সর্ব্বদা কথিত শব্দ মধ্যে যেমন ঐ সকল ব্যবহৃত হয়, সুবর্ণরেখার দক্ষিণেও দেখা যাইতেছে ঐ সকল শব্দ প্রায় তেমনি ব্যবহৃত হয়। যে যে গুলি সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অংশে বিকৃত সেই সেই গুলি অংশে বিকৃত নামক তৃতীয় স্তম্ভের নীচে লিখিত হইল। ঐ স্তম্ভের নিম্ন ভাগ প্রায় শূন্য দৃষ্ট হইবে; অর্থাৎ বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে যাহা যাহা সর্ব্বদা কথিত হয়, সুবর্ণরেখার দক্ষিণেও প্রায় তাহাই কথিত হয়; তবে ঐ শব্দের নীচেও যে কতক গুলি শব্দ দৃষ্ট হইবে তাহারা কেবল অংশে বিকৃত মাত্র, অর্থাৎ কোন কোন স্থলে স্বর ও হলের অংশগত বিলোপে সমুৎপন্ন মাত্র। ঐ সকলের মধ্যে এরূপ শব্দ দৃষ্ট হইবে না যে, উহা প্রথম স্তম্ভের শব্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, কোন রূপেই এক নহে। ঐ সকল শব্দ মধ্যে গার্হস্থ্য কার্য্যের উপযোগী বাপ, মা, চাউল, ডাউল,

তরি তরকারী, ছুতর মিস্তিরী, কৃষক ও তত্তৎ সম্বন্ধীয় প্রায় সকল শব্দই লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল শব্দ সুবর্ণরেখার দক্ষিণ দিকেও প্রায়ই বিশুদ্ধ বাঙ্গালার ন্যায় কথিত হয়। যথা—

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথিত শব্দ—	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবিকল কথিত—	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অংশবিকৃত বা অসভ্যজাতিসং-স্রবে কোন২ স্থলে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত—
বাপ	বাপ	০
মা	মা	০
খুড়ী	খুড়ী	০
জেঠাই	জেঠাই	০
ভগ্নী	০	ভইনী
ভাই	ভাই	০
পিসী	পিসী	০
মাসী	০	মাউসী
জামাই	০	জৈঁই
শ্বশুর	০	শ্বশু
শাশুড়ী	০	শ্বাশু
আই	আই	০
ঠাকুরমা	ঠাকুরমা	০
দেয়র	দেয়র	০
নাতী পুতী	নাতীপুতী	০

বশুদ্ধ বাঙ্গালার কথিত শব্দ—	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণ অবিকল কথিত—	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণ অংশবিকৃত বা অসভ্যজাতিসংস্রবে কোন২ স্থলে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত—
বউ	বউ	০
ঝি	০	ঝিয়
রাজা	রাজা	০
রাণী	রাণী	০
চাকর	চাকর	০
চাকরাণী	চাকরাণী	০
বেহারা	বেহারা	০
চাউল	চাউল	০
ডাল	ডাল	০
মুগ	মুগ	০
অড়ঢ়	০	হড়ড়
জব	জব	০
গম	গম	০
সরিশে	০	সুরিশ
মশলা	মশলা	০
হলুদ	০	হলদী
সুপারী	সুপারী	০
তেজপাত	০	তেজপত্তর
এলাচ	এলাচ	০
লবঙ্গ	০	লঙ

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথিত শব্দ	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবিকল কথিত	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অংশবিকৃত বা অসভ্য জাতি সংস্রবে কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত
কর্পূর	কপূর	০
চন্দন	চন্দন	০
জৈত্রী	জেত্রী	০
জায়ফল	জায়ফল	০
আমলা	০	আউলা
য়ুয়ান	০	য়ুয়ানী
সম্বুরা	সম্বুরা	০
তরকারী	তরকারী	০
শাক বা শাগ	শাগ	০
পাত	০	পত্তর
তৈল বা তেল	তেল	মালপূয়া বা মাথাদহি
লুণ	লুণ	০
কাঠ	কাঠ	০
সরা	সরা	০
হাঁড়ী	০	হাণ্ডী বা অচটিকা
কলসী বা মেটিয়া(১)	কলসী বা মাট্যা	০
কড়াই	০	কড়েই

(১) রাজসাহী প্রদেশেও মাট্যা কহে।

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথিত শব্দ	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবিকল কথিত	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অংশবিকৃত বা অসভ্য জাতি সংস্রবে কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত
মাচ	মাচ	০
বেগুণ	০	বাইগুণ *
মূলা	মূলা	০
সীম	সীম	০
ঝিঙা	ঝিঙা	ঘণী
ডাঁটা	ডাঁটা	০
পটল	পটল	০
আলু	আলু	০
লাউ	লাউ	০
কাকুড়	০	কাকুড়ী
কলা বা কদলী	কদলী	০
কাঁচকলা	০	কাচাঁকদলী
পাকাকলা	০	পাকাকদলী
লেবু	০	লেম্বু
তেতুল	০	তেতুলী
দুধ	দুধ	নিভ্যানী
দধি বা দই	০	দহি
ঘোল	ঘোল	

* পূর্ব্বদেশেও বাইগুণ কহে।

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথিত শব্দ	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবিকল কথিত	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অংশবিকৃত বা অসভ্য জাতি সংস্রবে কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত
ঘৃত বা ঘি	ঘৃত	ঘিয়
চিনী	চিনী	০
মাখন	মাখন	০
মিঠাই	মিঠাই	০
পুরী	পুরী	০
খাজা	০	খজা
কচুরী	কচুরী	০
জিলিপী	জিলিপী	০
সন্দেশ	সন্দেশ	০
মিছরী	মিছরী	০
গুড়	গুড়	০
মুড়ী	মুড়ী	০
খৈ	খৈ	০
মোয়া	মোয়া	০
পিঠা	পিঠা	০
টিকে	টিকা	০
কয়লা	০	কইলা
দোকতা	দোকতা	০
তামাক বা তামাকু	তামাকু	০

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথিত শব্দ	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবিকল কথিত	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অংশবিকৃত বা অসভ্য জাতি সংস্রবে কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত
ঘর	ঘর	০
দুয়ার	দুয়ার	০
চৌকাঠ	চৌকাঠ	০
কপাট বা কবাট	কপাট	০
ঢেঁকী	ঢেঁকী	০
কুলা	কুলা	০
কাঠা	কাঠা	০
ঝাঁটা	ঝাঁটা	পহরা বা ছাচুনী
দা বা কাটারী	দা	কাতি
কোদাল	কোদাল	কুড়ি
খোন্তা	খোন্তা	০
কুড়ালী বা কুড়ুল	কুড়ালি	০
সাবল	সাবল	০
সীক	সীক	০
চাবী	চাবী	০
তালা	তালা	০
বেড়ী	বেড়ী	০

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথিত শব্দ	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবিকল কথিত	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অংশবিকৃত বা অসভ্য জাতি সংস্রবে কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত
কাঁটা	কাঁটা	০
বাঁশ	বাঁশ	০
বাতা	বাতা	০
চূণ	চূণ	০
সুরকী	সুরকী	০
রাজ	রাজ	০
মিস্তিরী	মিস্তিরী	০
ইট	০	ইটা
করাত	করাত	০
বাইস	বাইস	০
বাটালী (১)	বাটালী	০
সিন্দুক	সিন্দুক	০
পেটরা	পেটরা	০
বাক্স	বাক্স	০
পিড়ী বা পিড়্যা	পিড়্যা	০
খাট	খাট	০
তপ্তকোস	তপ্তকোস	০

(১) রাজ মিস্তিরীর ব্যবহারোপযোগী সমস্ত বস্তুই প্রায় একরূপ উচ্চারিত।

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথিত শব্দ	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবিকল কথিত	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অংশবিকৃত বা অসভ্য জাতি সংস্রবে কোন কোন্ স্থলে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত
আল্না	আল্না	০
দোয়াত	দোয়াত	০
কলম	কলম	০
কালী	কালী	০
ছুরী	ছুরী	০
সূতা	সূতা	০
ফিতা	ফিতা	০
ঘুন্সী	ঘুন্সী	০
ছুঁচ	ছুঁচ	০
বিছানা	বিছানা	০
লেপ	লেপ	০
তাকিয়া	তাকিয়া	০
শপ	শপ	০
দড়ী	দড়ী	০
শতরঞ্চ বা শতরঞ্চী	শতরঞ্চী	০
গালচে	গালচে	০
কম্বল	কম্বল	০
ঘটী বা লোটা	ঘটী লোটা	০
থাল		থালী

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথিত শব্দ	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবিকল কথিত	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অংশবিকৃত বা অসভ্য জাতি সংস্রবে কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত
পাথর	পথর	০
পীলসূজ	পীলসূজ	দীপরথা
আপথরা	আপথরা	০
গেলাস	গেলাস	০
ঘড়া বা গাগরা(১)	ঘড়া বা গগরা	০
ডিবে বা ডিবিয়া	ডিবিয়া	০
রেকাবী	রেকাবী	মানথালী
পিকদানী	পিকদানী	০
কাঁশর	কাঁশর	০
ঘন্টা	ঘন্টা	০
কোশা	০	কুশা
ফুল	ফুল	০
তুলসী	তুলসী	০
চন্দনপিড়ী	চন্দনপিড়ী	০
হুকা	হুকা	০
বৈঠক	বৈঠক	০
চিরুণী	চিরুণী	পানিঃ
সিন্দূর	সিন্দূর	০

(১) গগরা হিন্দী শব্দ।

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথিত শব্দ	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবিকল কথিত	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অংশবিকৃত বা অসভ্য জাতি সংস্রবে কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত
মোম	মোম	০
বাতী	বাতী	০
ছাগল	০	ছেলি
মেড়া	০	মেন্টা
ছাতী	ছাতী	০
ঘোড়া	০	ঘুড়া
বাঘ	বাঘ	০
ভালুক	০	ভালু
শেয়াল	শেয়াল	০
কুকুর	কুকুর	কুত্তা
বিড়াল	০	বিড়ালী বা বিল্লে
কাক	০	কুয়া
কোকিল	কোকিল	০
বলদ	বলদ	০
বাছুর	০	বাছুরী
ষাঁড় বা ষণ্ড	ষণ্ড	০
মহিষ	মহিষ	ভঁয়েষ
গণ্ডার	গণ্ডার	০

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথিত শব্দ	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবিকল কথিত	যাহা সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অংশবিকৃত বা অসভ্য জাতি সংস্রবে কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত
সিংহ	সিংহ	০
সাপ	সাপ	০
লাঙ্গল	লাঙ্গল	০
হল	হল	০
ফাল	ফাল	০
ইষ	ইষ	০
জুয়ালী	জুয়ালী	০
গাড়ী বা শকট	গাড়ী বা শগড়	০
চাকা	০	চক
ফরমা	ফরমা	০
সিড়ী	সিড়ী	০
পেথে	০	পাছ্যা
বোরা	বোরা	অথা
ডালা	ডালা	০
চালুনী	চালুনী	০
সিকি	সিকি	০
দুয়ানী	দুয়ানী	০
কড়ি	কড়ি	কৌড়ি
পয়সা	পয়সা	০

এইরূপ আরও কতকগুলি শব্দ সুবর্ণরেখার দক্ষিণে প্রচলিত আছে; উহারা বিশুদ্ধ বাঙ্গালার এইরূপ অপভ্রংশে সমুৎপন্ন; অথবা দক্ষিণ দেশীয়দিগের দ্রুত কথন শক্তিতে, আংশিক স্বর ও ব্যঞ্জন বিলুপ্ত হইয়া, ঈদৃক আপভ্রংশিক আকার ধারণ করিয়াছে। ফলতঃ উপরিকৃত সমালোচনায় সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলীয়দিগের ন্যায় দক্ষিণাঞ্চলবাসী-দিগের কথিত কোন কোন শব্দ স্বর বিকৃতিতে বা অংশ-বিলোপে পৃথক্ বোধ হয়; অন্যথা তাহাদের কথিত ভাষা বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র নহে; উহা বাঙ্গালাই। এখন বিশুদ্ধ বাঙ্গালার স্থানে বাঙ্গালার উন্নতি হইয়াছে দক্ষিণাঞ্চলীয় বাঙ্গালা এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ আছে এইমাত্র বিশেষ।

দক্ষিণে এরূপ শব্দই প্রচলিত নাই, যাহা বাঙ্গালা বা অপভ্রষ্ট বাঙ্গালা নহে, অথবা এককালে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র কথিত না হইত। যাহা যাহা অশ্রাব্য ও অশুদ্ধ বোধে, এক্ষণ শিক্ষার বাহুল্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় পরিত্যক্ত হইতেছে সেই সকল অদ্যাপি দক্ষিণে প্রচলিত আছে এই মাত্র বিশেষ। তবে যে ২।১টী শব্দ বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় অসভ্য জাতির সংস্রবে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ শব্দের ভাগ অতি অল্প; সহস্রের মধ্যে একটী হয় কি না সন্দেহ। উত্তর বাঙ্গালায় বাপ মা প্রভৃতি যে যে শব্দ সর্ব্বদা প্রচলিত আছে, উহাদিগকে দক্ষিণ বাঙ্গালা 'উৎ-

লেতেও' অবিকল প্রচলিত দেখা যায়। যে যে শব্দ র্ব্বদা গার্হস্থ্য কথায় ব্যবহৃত সেই সেই শব্দ কৃষক াভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ী লোকেরা সুবর্ণরেখার ক্ষিণে ও উত্তরে সর্ব্বদাই একভাবে অধিকৃত রূপে ায়োগ করিয়া থাকে। যদি উভয়ত্র অশিক্ষিত লোক-র্গের মধ্যেও একবিধ শব্দ প্রচলিত রহিল, তাহা ইলে কি সুবর্ণরেখার দক্ষিণের ভাষাকে বিভিন্ন ভাষা াড়িয়া কহা যাইতে পারে?

সুবর্ণরেখার দক্ষিণে কথিত ভাষার পুরুষ, কারক ও ক্রিয়া বিষয়ক সমালোচনা।

পুরুষ।

অস্মদ, যুষ্মদ, ও তদ্ বা ইদম্ শব্দ উত্তম, মধ্যম, ও প্রথম পুরুষ বোধক।

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	আম্ভে	আম্ভেমানে
মধ্যম পুরুষ	ওম্ভে	ওম্ভেমানে
প্রথম পুরুষ	সে, বা এ	সেমানে বা এমানে

যেরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় আমি, তুমি, তিনি, বা সে, অথবা এ, ও ইহাদের বহুবচনে আমরা, তোমরা, তাহারা বা ইহারা হয়, সেইরূপ বাঙ্গালার অপরাংশ উৎকল প্রদেশে তৎপরিবর্ত্তে উপরি লিখিত রূপ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। প্রথম পুরুষের এক বচ-

নের পদ দক্ষিণে ও উত্তরে সমভাব আছে। সুবর্ণরেখার উত্তরে অনেক স্থানে, দক্ষিণদেশ-বাসীদের ন্যায় অশিক্ষিত অনেক বিষয়ি-লোকে আমি স্থানে আমিহ বা আম্মিহ ও তুমি স্থানে তুমিহ বা তুম্মিহ এইরূপ লিখিয়া ও কহিয়া থাকে। বোধ হয় এই আম্মিহ ও তুম্মিহ শব্দ দক্ষিণাঞ্চলীয়দিগের দ্রুত কথন শক্তিতে আরও অপভ্রষ্ট হইয়া আম্ভ ও তুম্ভ আকার ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে উত্তরাঞ্চলে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নব্য সম্প্রদায়দিগের মধ্যে ঐ সমস্ত শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া আসিতেছে; শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন কেহই আর আমিহ প্রভৃতির প্রয়োগ করেন না। বৃদ্ধ বিষয়ি-লোকদিগের মুখে অদ্যাপি ঐরূপ শব্দ শুনা যায়। ফলতঃ যাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালার স্থান নহে তাহাতে, অর্থাৎ পূর্ব্ব ও উত্তর প্রদেশ মধ্যে এবং বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা স্থানের অনেক অশিক্ষিত লোক দিগেরও মধ্যে, পুরুষ প্রয়োগ বিষয়ে নানা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অস্মদর্থে মো, মু, মুই, মতে ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই শব্দ গুলিই আবার সুবর্ণরেখার উত্তরে প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশে ইতর লোকেরা ঠিক ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং বাঙ্গালা পদ্যেতেও ঐ গুলি ব্যবহৃত হয়। আম্ভেমানে, তুম্ভে-মানে ও সেমানে ইত্যাদি শব্দগুলি কেবল মানে শব্দ যোগেই দক্ষিণে বহুবচন-বাচী হইয়া থাকে। মানে শব্দ যে বহুবচন বোধক হয় ও দক্ষিণেই এক্ষণ বাঙ্গালার

অন্যান্য কতিপয় স্থানের ন্যায়, ব্যবহৃত হয় এবিষয়ের পূর্ব্বে সমালোচনা করা গিয়াছে, বাঙ্গালা ও উড়িয়া বিভিন্ন ভাষা নহে এই শীর্ষক প্রস্তাবটী পঠিত হইলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সুবর্ণরেখার দক্ষিণে কারকগত কিঞ্চিৎ বিভিন্নতাও দেখা যায়। কু, রু, র (স্বরান্ত), রে বা এ এই চারিটী কর্ম্ম, অপাদান, সম্বন্ধ ও অধিকরণ কারকের চিহ্ন স্বরূপ শব্দের অন্তে সচরাচর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উড়িয়ায় গৃহকু, গৃহরু, গৃহর ও গৃহরে বা গৃহে বলিলে, বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় গৃহকে, গৃহ হইতে, গৃহের, ও গৃহে এইরূপ বুঝায়। দক্ষিণের কথিত ভাষায় কর্ম্মকারকের চিহ্ন 'কু'; বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশের ইতর লোকেরাও বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত 'কের' পরিবর্ত্তে কর্ম্মকারকে কুই ব্যবহার করে। দক্ষিণে সম্বন্ধ পদের চিহ্ন 'র,' বিশুদ্ধ বাঙ্গালাতেও সম্বন্ধের ঐ চিহ্নই অবিকল ব্যবহৃত। দক্ষিণে অধিকরণের চিহ্ন 'রে' বা 'এ'। 'এ'র বিষয়ে কিছুই বক্তব্য নাই, কারণ উহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালারই অধিকরণ চিহ্ন; 'রে' চিহ্নও দক্ষিণের ন্যায় বাঙ্গালার অন্যান্য অনেক প্রদেশে অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত হয়। ছিলেট প্রদেশে 'ঘররে' চল এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে; চণ্ডী গ্রন্থেও অধিকরণ কারকে 'রে' চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়, যথা "কোথাগো এমন বেশে 'কোথারে' সজনি" -ইত্যাদি। কর্ত্তা ও করণ কারকে, কি দক্ষিণাঞ্চল কি অন্যত্র, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সমান,

কিছুই ভেদ নাই। অতএব এই স্থির হইতেছে, যে দক্ষিণে অপাদান কারকের চিহ্ন 'রু' র ব্যবহারটীই কেবল বিভিন্ন; নতুবা আর সকলই এক; 'কিছুই ভেদ নাই। এস্থলে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যাহাকে এক ভাষার স্থান নামে অভিধান করা গিয়াছে তাহার সর্ব্বত্র এইরূপ কিঞ্চিৎ২ ভেদ আছে; যদি বাঙ্গালার আর সর্ব্বত্র এরূপ বিভিন্নতা না থাকিত তাহা হইলে, উহার দক্ষিণ অংশ উৎকলে ঈদৃক কিঞ্চিৎ আংশিক বিভিন্নতায় উড়িয়াকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া সন্দেহ হইতে পারিত; কিন্তু তাহা নহে। বাঙ্গালার অন্যান্য অনেক স্থানে এইরূপ ভেদ ভাব আছে। অল্প দিন হইতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কর্ত্তৃকারকে কে ব্যবহৃত হইতেছে; 'আমাকে করিতে হইবে' পূর্ব্বে এরূপ প্রয়োগ হইত না; আমি করিব এইরূপ হইত; এক্ষণ আবার আমাকে করিতে হইবে বা আমায় করিতে হইবে এইরূপই সর্ব্বদা ব্যবহার হয়; কিন্তু আমি করিব অনেকে এরূপও প্রয়োগ করে। বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কর্ম্ম-কারকে প্রায়শঃ কেই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু যাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালার স্থান নহে তাহার সর্ব্বত্র ইহার বৈপরীত্য ভাব দেখা যায়। পশ্চিমে রাঢ় অঞ্চলে ঘরকে চল, এইরূপ অধিকরণ কারক স্থলে 'কে' চিহ্ন ব্যবহার করে; কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে 'ঘরে চল' অন্যত্র স্থান বিশেষে 'ঘর চল' ইত্যাদি ব্যবহার দেখা যায়। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, কারকের চিহ্ন গত ঐরূপ

যে অতি সামান্য পরিবর্ত্ত তাহা ধর্ত্তব্য নহে ; একভাষী-দিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দূরতা অনুসারে, ঐ সকল চিহ্ন কিঞ্চিৎ পৃথক পৃথক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দক্ষিণে অপাদান কারক-স্থলে যেরূপ 'রু' ব্যবহৃত হয় সেরূপ উলুবেড়িয়া হইতে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত স্থানের ইতর লোকেরা উক্ত কারক সূচক চিহ্ন 'নু' ব্যবহার করে, যথা 'ঘরনু আসি' অর্থাৎ ঘর হইতে আসি ইত্যাদি ; কলিকাতার বিদূরবর্ত্তী পূর্ব্ব-প্রদেশে টাইন, তন, তলে ইত্যাদি চিহ্ন অপাদান কারকের বোধক হইয়া ব্যবহৃত হয় ; উত্তরে 'হতে' চিহ্ন ব্যবহার করে। এইরূপ নানা স্থানে নানারূপে ব্যবহৃত অপাদান কারকের চিহ্ন সকল বিশুদ্ধ বাঙ্গালার অপাদান কারক চিহ্ন 'হইতে' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি ঐ সকল স্থানের কথিত ভাষা বাঙ্গালা বলিয়া গণ্য হয় না ? যে বাঙ্গালা ভাষা এখনও পিতৃমাতৃহীন, স্থানবিশেষের লোকে তাহাকে যে এরূপ কুৎসিত অলঙ্কার প্রদান করিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, অশিক্ষিত লোকের মধ্যে কতপ্রকার প্রভেদই দেখা যায় !

বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের ন্যায় দক্ষিণে যেরূপ কারক-গত কিঞ্চিৎ আংশিক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ক্রিয়ার অবয়ব-গত কিছু কিছু ভেদভাবও দেখা যায়। বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বর্ত্তমান কালে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষে যথাক্রমে আমি করিতেছি, তুমি করিতেছ ও তিনি করিতেছেন, প্রয়োগ হইয়া থাকে ; দক্ষিণে

আম্ভে করি+অছি, তুম্ভে করি+অছ ও সে করি+অছন্তি এরূপ হয়। ইহা কেবল পদগত আংশিক ভেদ মাত্র; উল্লিখিত ক্রিয়াপদত্রয় মধ্যে করি+অছন্তি এই পদটী ও ইহার সমানরূপ দক্ষিণে প্রযুক্ত যাই+অছন্তি, আসি+অছন্তি, হাসি+অছন্তি ইত্যাদি পদ সকল প্রাচীন কালে বাঙ্গালাতে প্রচলিত ছিল। অন্তি বিভক্ত্যান্ত পদ সকল এক্ষণে আর বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত নাই, পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ সকল পদ অস প্রভৃতি ধাতুতে অন্তি বিভক্তি যোগে সংঘটিত, ও উহাদেরই অপভ্রংশ বোধ হয়। বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় সদা প্রচলিত তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়া-পদ 'করেছেন ত' যাচ্ছেন্‌ত 'আস্‌ছেন ত' 'হাস্‌ছেন ত' ইত্যাদি পদ সকল অপভ্রষ্ট হইয়াছে; পুরুষের ঐক্য থাকায়, অর্থ-গত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইলেও এরূপ এরূপ অপভ্রংশ অতি সহজেই ঘটিবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ করি+অছন্তি ইত্যাদি পদ সকল বাঙ্গালা; উড়িষ্যা দেশে অদ্যাপি ব্যবহৃত আছে এই মাত্র বিশেষ। উপরি উদাহৃত অবশিষ্ট করি+অছি, করি+অছ পদে যে অতি সামান্য আংশিক বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহা দক্ষিণে কেন, বিশুদ্ধ বাঙ্গালার প্রত্যেক স্থানেই এরূপ সামান্য ভেদভাব পরিদৃষ্ট হয়; বরং কোন কোন স্থলে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। যথা, যশোর প্রদেশে আমি কত্তিছি, তুমি কত্তিছ, তিনি কত্তিছেন; যশোর হইতে অতি পূর্ব্বে ছিলেট প্রদেশে আমি করিয়াম বা করিয়ার,

তুমি কর, সে করের; উত্তরে রংপুর দিনাজপুর প্রদেশে মু কাঁরা, তুই করেক, সে করেক; এবং উলুবেড়িয়ার দক্ষিণে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত আবার অন্যরূপ প্রয়োগ দেখা যায়; যথা মু করি বঠী; তুমি কর বঠ, সে বা তিনি কর বঠন। অন্যান্য ধাতুতেও সর্ব্বত্র এইরূপ প্রভেদ।

অনুজ্ঞাতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় আমি করি, তুমি কর, আপনি করুন, সে করুক, এইরূপ প্রয়োগ হয়। দক্ষিণে আম্ভে করু, তুম্ভে কর, সে করন্তু, ইত্যাকার প্রয়োগ হইয়া থাকে। এস্থলে মধ্যম পুরুষের পদ উভয়ত্র সমান; উত্তম ও প্রথম পুরুষে আংশিক বিভিন্নতা। অন্যান্য ভাগেও এইরূপ বিভিন্নতা দেখা যায়; যথা, যশোর প্রদেশে আপনি করুক কুন; ছিলেট প্রদেশে তুমি করিল তু, রংপুর প্রদেশে তুমি করহক ইত্যাদি। আর আর সকল ধাতুতেও এইরূপ ভেদ হইয়া থাকে।

অতীতকাল—এই কালে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় করিয়াছিলাম, করিয়াছিলে, করিয়াছিল এইরূপ প্রয়োগ হয়। উৎকলে আম্ভে করিথিলু, তুম্ভে করিথিল, সে করিথিলে; এইরূপ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পদ করি সকল কালেই সকল পুরুষে সমান; পর পদেরই কেবল একতা-ভাব নাই; ছ স্থলে, থ এইরূপ ভেদ দেখা যাইতেছে। ছ স্থানে কিরূপে থ হইয়া আসিয়াছে ইহা পূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে। এইরূপ যৎসামান্য ভেদ পূর্ব্বোক্ত, সীমান্তর্ব্বর্ত্তি স্থানের অনেক স্থলেও দেখা যায়। যথা

মুই করছোঁ, তুই করছিস, সে করছে; পূর্ব্ব প্রদেশে আমি করছি, তুমি করছ, বা করছচ, সে করছে বা করিলাইছে, এইরূপ হয়; সুবর্ণরেখার উত্তর উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত আমি করিছলি, করিথলি, বা করিথিলি, তুমি করিছল বা করিথল, সে করিছলন বা করিথল, এইরূপ পরে পরে ক্রমে ক্রমে ভেদ হইয়া আসিয়াছে। এস্থলে আর এক কথা বিবেচ্য হইতে পারে; যেরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা করিলাম, এই ক্রিয়া পদটী বিশুদ্ধ বাঙ্গালারই মধ্যে কল্লাম, কল্লুম, কল্লেম, করনু, করলুম ইত্যাকার নানারূপ অপভ্রষ্ট হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ কলিকাতার দক্ষিণ হইতে ক্রমে অপভ্রষ্ট হইয়া অত্যন্ত দক্ষিণে যে, করিলাম বা করিলুম ইত্যাদি পদ হইতে কঁলু ইত্যাদি ক্রিয়া-পদ হইয়া আসিবে,তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

ভবিষ্যৎকাল—এইকালে আমি করিব, তুমি করিবে, সে করিবে, এই বিশুদ্ধ সুশ্রাব্য ক্রিয়া পদের পরিবর্ত্তে, দক্ষিণে আম্ভে করিবুঁ, তুম্ভে করিব, সে করিবে এইরূপ পদ হয়। এস্থলে মধ্যম ও প্রথম পুরুষের ক্রিয়া-পদে কিছুই ভেদ নাই। কেবল উত্তম পুরুষে উ, ও চন্দ্রবিন্দুতে প্রভেদ দেখা যাইতেছে। যাহা বাঙ্গালা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার কি পূর্ব্ব, কি উত্তর, সর্ব্বত্রই প্রত্যেক পুরুষে এই কালে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইতে ক্রিয়াগত ভেদভাব দেখা যায়, কিন্তু তথাপি সেই স্থানের ভাষা বাঙ্গালা; আর যে দক্ষিণাঞ্চলীয় ভাষার ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া পদের সহিত বিশুদ্ধ বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ

কালের ক্রিয়া-পদের সাতিশয় ঐক্যভাব, তাহা এক ভাষা নহে এ বড় আশ্চর্য্য কথা। ভবিষ্যৎকালে রংপুর প্রদেশে আমি বা মু করিম, তুমি কর্ব্বু, সে কর্ব্বে; পূর্ব্ব প্রদেশে আমি করবো বা করবানে, তুমি করিবা বা করবানে, সে করিবে বা করিবেনআনে; আবার অতি-পূর্ব্ব ছিলেট প্রদেশে আমি করমু, তুমি করবায়, সে করব, এইরূপ নানা প্রদেশে নানারূপ বাঙ্গালা ক্রিয়া-পদ কথিত হয়।

উপরিরুক্ত পুরুষ, কারক ও ক্রিয়াগত সমালোচনায় দৃষ্ট হইতেছে যে, যাহা বাঙ্গালার প্রকৃত সাধু ভাষার স্থান নহে, সেই সর্ব্বত্র ঐ সকলের যেরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভেদভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ সুবর্ণ-রেখার দক্ষিণেও কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়। ফলতঃ যত দিন বাঙ্গালা ভাষার একরূপ স্থিরতা ও সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা না হইবে তত দিন এইরূপ অকিঞ্চিৎকর আংশিক ভেদ লক্ষিত হইবে। যদি বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত বিদূরবর্ত্তী উত্তর ও পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ভাষার অধিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাহাকে বাঙ্গালাই বলা যাইতেছে, তাহা হইলে বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক সৌসাদৃশ্য-শীল বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলের ভাষাকে, কি হেতুতে বাঙ্গালা না বলিয়া উড়িয়া নামে পৃথক ভাষা বলা যাইতে পারে? অশ্রাব্য ভাগ দূর হইলেই ইহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইয়া আইসে। যাঁহারা বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কথা শুনিয়াছেন,

তাঁহারা ইহাকে কথনই বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র ভাষা কহিবেন না। বরং রংপুর, দিনাজপুর, শ্রীহট্ট, ও চট্ট-গ্রামবাসীদের ভাষাকে পৃথক কহিবেন। যে হেতু বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত ঐ ঐ স্থানের কথিত ভাষার অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প সাদৃশ্য আছে।

সুবর্ণরেখার দক্ষিণ প্রচলিত সঙ্গীত, উহার উত্তরের প্রচলিত সঙ্গীত হইতে ভিন্ন নহে।

সঙ্গীতে ভাষা-গত অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব দেখা যাউক, দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত সঙ্গীতের সহিত বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সঙ্গীতের কোন প্রভেদ আছে কি না।

উড়িয়া-গীত।

(১) নটবর শ্যাম সুন্দর, দেখিলে লাগই হুন্দর, নব ঘন শ্যাম মুরতি কামদেব, সুত নন্দর; কাহ্নু কেতে অবা ছবি শিখিঅছি গণিলে বয়স পন্দর।

(২) আষাঢ় শুকল তিথি, দ্বিতীয় দিন; নন্দী ঘোষ রথে বিজে, জগজীবন রথ মণ্ডলী দেখ বিজে কলা শ্রীমুখ; দরশনে মুকতিগতি লভিবার সুখ; বিজয়া রথে সুভদ্রা বহিনী সঙ্গে; নানা বীর তুরী বাদ্য বাজুই রঙ্গে।

(৩) এহি বনে হরি চরান্তি বাছুরী সঙ্গে ঘিমি সর্ব্বগোপ বাল; যূথ যূথ হোই বনে বনে যাই বৃন্দাবনে একা নন্দবাল।

উপরি লিখিত সঙ্গীত ত্রয় মধ্যে যে দুই একটী শব্দ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা নহে, ও কিঞ্চিদংশে দুর্ব্বোধ জ্ঞান হয় তাহাদের নিম্নে এক এক রেখা টানা গিয়াছে। পরে ঐ ঐ শব্দ গুলির অর্থ ও উত্তরের ভাষা হইতে ঐ ঐ গুলির কত প্রভেদ তাহা দেখান যাইতেছে।

১ম কবিতায় 'লাগহি হুন্দর' এই পদদ্বয়ে লাগহি পদে লাগে বা বোধ হয়, আর হুন্দর পদে সুন্দর এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে, এবং উহারা লাগে ও সুন্দর পদ হইতেই অপভ্রষ্ট হইয়াছে। অনেক বাঙ্গালা শব্দ মধ্যেও লাগহি শব্দ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব দেশীয়েরা স স্থানে হ উচ্চারণ করে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে, অতএব ঐ পদদ্বয় মধ্যে কোনটীই বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র নহে। সুত নন্দর এই পদের অর্থ নন্দের সুত; কেবল সম্বন্ধ পদ নন্দর শব্দে একার নাই এইমাত্র প্রভেদ দেখা যায়। বাঙ্গালাতেও কখন কখন এইরূপ একার বিলুপ্ত দেখা যায়; যথা, মহানন্দর পুত্র, আদিত্যর ছেলে ইত্যাদি। কাহু কেতে অবা—এই পদদ্বয়ে কাহু শব্দের অর্থ কোথা হইতে ও কেতে অবার অর্থ কতই বা; প্রথম পদটী হিন্দী বা ব্রজ-বুলী; আর দ্বিতীয়, কেতে অবা, কতই বা শব্দের অপভ্রষ্ট। শিখিঅছি, শিখিয়াছর অপভ্রংশ মাত্র।

পন্দর পনর বৎসর; বাঙ্গালারও নানা প্রদেশের ইতর লোকে পনরকে পন্দর বা পঁদর কহিয়া থাকে।

২য় কবিতায় শুকল এই পদটী শুক্ল শব্দের অপভ্রংশ; বাঙ্গালাতে অনেক ইতর লোকে শুক্ল অর্থে শুক্কল বা শুকন শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং বাঙ্গালার অনেক কবিতায় ঐ অপভ্রষ্ট শুকল শব্দেরই প্রয়োগ আছে। বিজে—ক্রিয়াপদ, বিশিষ্টরূপে জয়ী হয়, এই অর্থ প্রকাশ করে; বাঙ্গালা কবিতার সর্ব্বত্র এই রূপেই গৃহীত হয়। জগজীবন—জগজ্জীবন শব্দের অপভ্রংশ এবং সচরাচর বাঙ্গালা কবিতাতেও ঐরূপ দেখাযায়। জগৎ শব্দের এরূপ 'ত'কার লোপ বাঙ্গালার সচরাচর কথাতেও দেখা যায়, যেমন জগত্‌বন্ধু স্থলে জগবন্ধু, জগন্মোহন স্থলে জগমোহন ইত্যাদি। মণ্ডলী—অর্থ গোড়ান; উহা মণ্ডন শব্দ হইতে সমুৎপন্ন। কলা—কাল শব্দের অপভ্রংশ। বহিনী—ভগ্নী শব্দের অপভ্রংশ। বাজই—বাজে, এইটী ব্রজবুলী বা হিন্দী; বাঙ্গালার দক্ষিণ ও উত্তর সমান ব্যবহৃত। ইহার প্রয়োগ চৈতন্যচরিতামৃতে ও বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়।

৩য় কবিতায়—চরান্তি বাছুরী এই শব্দের অর্থ বাছুর চরায়; চরান্ত—চরান ত এই বিশুদ্ধ বাঙ্গালার ক্রিয়াপদ হইতে অপভ্রষ্ট হইয়াছে; এরূপ অপভ্রংশ যে সম্ভব তাহা পূর্ব্বে ক্রিয়া-বিচারস্থলে বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। বাছুরী—ক্ষুদ্র বাছুর; ক্ষুদ্র

অর্থে বাঙ্গালার নানা স্থলে ঈকার প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যেমন ছোরা, ছুরী, ইত্যাদি। ঘিনি, গ্রহণ করিয়া, গ্রহণ শব্দ হইতেই ঘিনি অপভ্রষ্ট হইয়াছে, এরূপ অনুমিত হয়।

পৃথক ভাষা হইলে সঙ্গীতে অত্যন্ত ভেদ-ভাব থাকাই সম্ভব; তাহাতেত এই মাত্র অপভ্রংশ-মূলক অতি যৎসামান্য ভেদ দেখা যাইতেছে; আর আর কবিতাতেও এরূপ অনেক সদাপ্রচলিত শব্দ আছে যে, তাহারা কি দক্ষিণে কি উত্তরে সর্ব্বত্র কিঞ্চিৎ অপভ্রংশাকারে এক রূপেই ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ মূর্ত্তি স্থানে মূরতি; শক্তি স্থানে শকতি, শুক্ল স্থানে শুকল, ইত্যাকারে ব্যবহৃত হয়। যেরূপ উত্তরে সঙ্গীত মধ্যে হিন্দী ও ব্রজবুলী মিশ্রিত থাকে, দক্ষিণেও সেইরূপ। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, দক্ষিণাঞ্চলের প্রচলিত ভাষা কোন রূপেই বাঙ্গালা হইতে পৃথক নহে। লোকে কেবল ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া সুবর্ণরেখার দক্ষিণে প্রচলিত ভাষাকে পৃথক বলিয়া গণ্য করে।

সুবর্ণরেখার দক্ষিণ ও উত্তর, চিল্কাহ্রদ পর্য্যন্ত, কথিত ও প্রচলিত নামের ভিন্নতা নাই।

পশ্চিমে বেহার ও গোণ্ডবাঁন, দক্ষিণে তৈলঙ্গদেশ, পূর্ব্বে মণিপুর পাহাড় ও উত্তরে নেপাল ও ভোট,

ইহার মধ্যগত ব্যক্তি সমূহের মধ্যে কি নাম, কি বস্ত্র ও তাহার পরিধান প্রণালী, কি অলঙ্কার, কি অন্যান্য আচার ব্যবহার, সকলি একরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ স্থানের পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, ও উত্তর সীমার বাহিরে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়েরই ভিন্নভাব দেখা যায়। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে, উক্ত সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থান যে একই জাতির আবাস-ভূমি তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যদি একই জাতির আবাস ভূমি হইল, তাহা হইলে উহার সর্ব্বত্র যে একই ভাষা প্রচলিত, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ এক জাতির মধ্যে কখন বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষা লব্ধাধিকার হইতে পারে না। উপরে, যে যে গুলির সম্পূর্ণ ঐক্যভাব, বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চল-বাসী ও উহার অন্যান্য স্থান-বাসীদের একজাতিত্বের কারণ বলিয়া লিখিত হইল, পরে উপসংহার স্থলে সেই সেই বিষয়ের বিশেষ সমালোচনা হইবে। এক্ষণে কেবল দক্ষিণাঞ্চল (যাহাকে উৎকল বলে) ও বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশ বাসীদের নাম-বিষয়ক অবিভিন্নতা প্রদর্শিত হইতেছে।

কি হিন্দুস্থান, কি তৈলঙ্গ, কি মহারাষ্ট্র প্রভৃতি যে যে প্রধান প্রধান ভাগ, ভারতবর্ষ মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় তাহার সর্ব্বত্রই ব্যক্তিবর্গের নামগত বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্ব-কথিত প্রাকৃতিক সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে নাম বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ ভাব লক্ষিত হয় না।

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় যে যে নাম ও উপাধি গুলি ব্যবহৃত হয়, দক্ষিণাঞ্চলেও সেই সেই নাম ও উপাধি গুলি অবিকল ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশে যেমন নামের পর উপাধি স্থাপিত হয়, দক্ষিণেও অবিকল সেইরূপ হইয়া থাকে। ভোলানাথ মহাপাত্র, ত্রৈলোক্যনাথ মাইতি, শশিভূষণ সাঁতরা, রামনাথ দাস, গৌরীশঙ্কর দে, বৈকুণ্ঠনাথ সেনাপতি, হিরালাল কর্ম্মকার, পুরুষদিগের ইত্যাদি নাম ও উপাধি ; এবং পার্ব্বতী, শচী, অহল্যা, চাঁপা, দিগম্বরী ইত্যাদি স্ত্রীনাম গুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় যেমন কথিত হয়, দক্ষিণাঞ্চলেও অবিকল সেইরূপ কথিত ; অণুমাত্র ভেদ দৃষ্ট হয় না।

যদি দক্ষিণাঞ্চল বাঙ্গালারই অংশ না হইয়া একটী পৃথক জাতি এবং পৃথক ভাষার স্থান হইত, তাহা হইলে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় প্রচলিত নামের সহিত তত্র-প্রচলিত নামের কদাপি এরূপ সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ভাব থাকিত না ; পৃথক ভাষার স্থান হইলে নাম বিষয়ে অন্ততঃ কিছু না কিছু আংশিক ভিন্নতাও অবশ্যই দৃষ্ট হইত। বাঙ্গালী হইতে ভিন্নজাতি তৈলঙ্গী ও হিন্দুস্থানীদিগের নাম-গত বহু ভেদভাব দৃষ্ট হয়। হিন্দুস্থানীদিগের নাম ও উপাধি বাঙ্গালীদিগের নাম ও উপাধি হইতে অনেক পৃথক। যথা বচ্চুলাল উপাধ্যায়, হনুমান বাজ-পেয়ী, রামলাল পাঁড়ে, খেলাম আওয়াস্থি, পুত্তি-লাল দীক্ষিত, ইত্যাদি হিন্দুস্থানী নাম ও উপাধির

সহিত বাঙ্গালার কোন নাম ও উপাধির সাদৃশ্য নাই। তৈলঙ্গীদিগের নাম ও উপাধি বাঙ্গালা নাম ও উপাধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; বিশেষ আবার তৈলঙ্গীদিগের উপাধি নামের পূর্ব্বে থাকে। যথা নারিকেল মিল্লি জগেয়া, কাকরপতি লছুমনিয়া, আম্মকুরি নাম সেটী ইত্যাদি। এস্থলে নারিকেল মিল্লি, কাকরপতি, আম্মকুরি প্রভৃতি উপাধি গুলি পূর্ব্বে ও জগেয়া, লছুমনিয়া প্রভৃতি নাম পরে স্থাপিত আছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, হিন্দুস্থানী ও তৈলঙ্গী ভিন্নজাতি বলিয়াই বাঙ্গালীদিগের নাম হইতে ঐরূপ পৃথক ভাব দৃষ্ট হয়। আর দক্ষিণাঞ্চলীয়েরা সজাতি বলিয়াই বাঙ্গালীদিগের সহিত তাহাদিগের নাম-গত কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। অতএব যখন উহারা একজাতি, তখন যে উহাদের ভাষাও এক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

উড়িয়া অভিধান।

উড়িয়া এক পৃথক ভাষা বলিয়া, সম্প্রতি কয়েক দিন হইল, উহাতে এক খানি অভিধান প্রস্তুত হইয়াছে। যদি পৃথক ভাষাই হয়, তাহা হইলে অবশ্যই ঐ অভিধানে অনেক ভিন্ন শব্দ পাওয়া যাইতে পারে; ঐ শব্দ গুলি বাঙ্গালা হইতে অনেক অংশে পৃথকও হইবে ইহা আশা করা যাইতে

পারে। অতএব দেখা যাউক ঐ অভিধানে কতই উড়িয়া শব্দ আছে, যাহা বাঙ্গালা নহে। এস্থলে ঐ অভিধানের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভ হইতে সমুদায় শব্দগুলি নিম্নে অবিকল উঠান গেল। যথা—

অ, অঁলা, অঁইঠা, অংশ, অংশাংশ, অংশী, অংশাংশী, অংশু, অংশুক, অংশুধর, অংশুমৎ, অংস, অঃ, অকচ, অকট, অকড়ি, অকন্টক, অকঠিন, অকঠোর, অকথা, অকথ্য, অকরকা, অকর্ণ, অকপট।

উপরি লিখিত শব্দের মধ্যে অঁলা, ভিন্ন আর সমস্ত শব্দই সুবর্ণরেখার উত্তরে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত। অঁলা শব্দের অর্থ ধাত্রী; বোধ হয় এইটী কোন নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য জাতির কথা। অঁইঠা উচ্ছিষ্ট; বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় এঁঠ এইরূপ কথিত হয়, বাঙ্গালার অন্যান্য অঞ্চলেও কখন কখন আঁইঠা এরূপও কথিত হইতে শুনা যায়। অকড়ি কড়িহীন; অপভ্রষ্ট মাত্র; বাঙ্গালায় অকড়ে বলে। অকরকা—ফল বিশেষ।

যেস্থলে দক্ষিণাঞ্চলীয়দিগের ভাষা উড়িয়া নামে এক পৃথক ভাষা, সেস্থলে অবশ্যই অভিধান মধ্যে বহুল শব্দই পৃথক হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ঐ স্তম্ভের মধ্যে তাহা নাই। ভাল, আর এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখা যাউক, হয়ত অধিক উড়িয়া শব্দ পাওয়া যাইবে। ৫১ পৃষ্ঠার ককারাদি শব্দের স্তম্ভ হইতে সমুদায় গুলি সমুদ্ধৃত করা গেল। যথা—

কুণ্ড, কুণ্ডল, কুণ্ডলী, কুণ্ডা, কুণ্ড, কুণ্ডিবার, কুতনু, কুতপ, কুতূহল, কুত্র, কুত্সা, কুদ, কুদাল, কুদিবার, কুনীতি, কুন্ত, কুন্তল, কুন্তী, কুম্হাইবার, কুন্দ, কুপথ, কুপথ্য, কুপিত, কুপুত্র, কুব্জা, কুবলয়, কুবাক্য, কুবাদ।

ঠিক ইহাতেও ত একটীও এমন শব্দ দেখা যায় না, যাহা উত্তরে বাঙ্গালায় প্রচলিত নহে। ঐ সকলের মধ্যে কেবল দুইটী মাত্র বিকৃত অপভ্রষ্ট শব্দ আছে। যথা কুণ্ডিয়ার—কোলাকুলি করা; কুম্হাইবার—কোঁথান; এই দুইটী ভিন্ন অপভ্রষ্ট আর কোন শব্দও নাই। অনেক অর্থ ব্যয় ও বহু পরিশ্রম করিয়া এরূপ পৃথক অভিধান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। উত্তর-পূর্ব্ব বিভাগের সুবুদ্ধি ইনস্‌পেক্‌টর পোর্টর সাহেব, গত ১৮৬৮ সালের স্বীয় বিজ্ঞাপনীতে যথার্থই দেখাইয়া গিয়াছেন, যে আসামীদিগের জন্য, আসাম মিসনরীদের, কীর্ত্তি স্থানে কিত্তি, অকীর্ত্তন—অকিত্তন, অকৃতজ্ঞ—অক্রিতজ্ঞ, অক্ষয়—অখ্যই, অশ্রদ্ধা—অচর্ধ্যা, অচিহ্ন—অচিন, যবক্ষার—জখার ইত্যাদি সন্নিবেশ করিয়া স্বতন্ত্র অভিধান লিখিবার কিছুই আবশ্যকতা নাই। ইহাতে কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গালাকে নাশ করা হয় মাত্র। তিনি বাঙ্গালীদিগের সহিত আসামীদের সংস্পৃষ্ট ভাব রক্ষণ বিষয়ে যে যে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও অতীব সমীচীন হইয়াছে। ইহা পরম আহ্লাদের বিষয়

যে, উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীরাও বাঙ্গালাকে অপভ্রষ্ট করিতে না দিয়া আসামেও উহার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন*। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, যেখানে বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষাকৃত অধিক উজ্জ্বল জ্যোতির সহিত বিরাজিত, সেই দক্ষিণে উহা, কতক গুলি অদূরদর্শী ব্যক্তিদিগের অবিবেক অসিতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নষ্ট হইতেছে। মিসনরীরা আমাদের পরম বন্ধু বটেন; উত্কলবাসী কতক গুলি মিসনরী সাহেব উত্কল ভাষায় নানা পুস্তক প্রচার করিতেছেন; কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব পুস্তকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষাকে নাশ করিয়া উড়িয়া নামে যে স্বতন্ত্র ভাষায় পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। এক জন মিসনরী সাহেব স্বীয় বত্রিশ সিংহাসনের বিজ্ঞাপনে প্রকৃত উড়িয়া শব্দ ব্যবহার করিবেন বলিয়া ভাজন স্থানে ভার্জন, স্মরণ—সুমরণ ও স্মরণা, সাত্ত্বিক—সাত্তুক্য, সাম্রাজ্য—সামরাজ্য, বার্ত্তা—বারতা, দর্শন—দ্রশন ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালাকে কি বিনাশ করিতেছেন না! বুঝিতে না পারিয়া আপনাদের মাতৃভাষাকে এরূপে বিনষ্ট করিতে দেওয়া দক্ষিণাঞ্চলীয়দিগের কোন রূপেই উচিত নহে, এবং স্ব স্ব কৃতজ্ঞতা নিবন্ধন নিরপরাধিনী বহুগুণশালিনী বঙ্গমাতার বিনাশ সাধনে সহায়তা করাও দক্ষিণাঞ্চলের বন্ধুদিগের উচিত নহে।

উড়িয়া অক্ষর।

উড়িয়া অক্ষর বাঙ্গালা অক্ষর হইতে আপাততঃ পৃথক দেখিয়া অনেকেরই মনে এই এক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, যদি উড়িয়া ভাষা পৃথক-ই না হইবে তাহা হইলে কি কারণে ইহার অক্ষর পৃথক হইল। বোধ করি এই অক্ষর মাত্রের বিভিন্নতা দেখিয়া অনেকে দক্ষিণাঞ্চলের কথিত ভাষাকে উড়িয়া নামে এক স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে যে কয়েক বিষয়ের সমালোচনা করা হইয়াছে, বোধ করি তদ্দ্বারা সহৃদয় মাত্রেরই মনে এই রূপ প্রতীতি জন্মিতে পারে যে উড়িয়াদের কথিত ভাষা বাঙ্গালীদের ভাষা হইতে পৃথক নহে; অক্ষরের বিভিন্নতা আছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহাও নহে। অভিনিবেশ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত যুক্তি ও উড়িয়াদের লিখনপ্রণালী বিচার করিয়া দেখিলেই এ সংশয়ও অপনীত হইবে।

প্রথমতঃ উড়িয়া অক্ষর গুলিকে লইয়া দেখা যাউক, উহারা স্বয়ং স্বপ্রধান অক্ষর, কি বাঙ্গালা অক্ষরের সহিত ঐ সকলের একতা আছে। কিঞ্চিৎ নিবিষ্টচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে উড়িয়া

ଏ (এ) ଐ (ঐ) ଓ (ও) ଔ (ঔ) କ (ক) ଗ (গ)

ଘ (ঘ) ଙ (ঙ) ଚ (চ) ଜ (জ) ଟ (ট) ଠ (ঠ) ଡ (ড)

ଟ (ট) ଣ (ণ) ଥ (থ) ଦ (দ) ଧ (ধ) ନ (ন) ପ (প) ଫ (ফ) ବ (ব) ଭ (ভ) ମ (ম) ଯ (য) ର (র) ଲ (ল) ଵ (ব) ଷ (ষ) ଂ (ং) ଃ (ঃ) এই কয়েকটী অক্ষর বাঙ্গালার ঐ ঐ অক্ষরের সহিত প্রায়ই এক; কেবল আকারগত গোলতাতে ও কোন কোন স্থলে গোল মাত্রাতে আপাততঃ কিঞ্চিৎ বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয় এই মাত্র বিশেষ। যদি উড়িয়া କ, ଙ, ଚ, ଜ, ଡ, ଢ ইত্যাদি অক্ষরের মস্তক হইতে গোল মাত্রা অপসৃত করা যায় তাহা হইলে বাঙ্গালা ক, ঙ, চ, জ, ড, ঢ, ইত্যাদি অক্ষরের সহিত উহাদের কিছুমাত্র বিভিন্নতা আছে কি না, বোধ করি এরূপ সন্দেহ অতি অল্প লোকের মনে উদিত হইবে। উড়িয়া অক্ষরের আকারগত গোলতার বিষয় পরে বিশেষ রূপে কথিত হইতেছে। মাত্রাগত গোলতা কদাপি অক্ষরের ভেদক হইতে পারে না। বিশেষ গোল মাত্রা পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষরেও ব্যবহৃত হইত। অদ্যাপি বিষয়ী লোকেরা অনেক স্থলে বাঙ্গালা অক্ষর গোলাকার করিয়া লিখিয়া থাকেন ও গোল মাত্রাও ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব বিলক্ষণ বোধ হইতেছে উপরিউক্ত অক্ষর সকল বাঙ্গালা হইতে বিভিন্ন নহে। কেবল উড়িয়া ଅ (অ) ଆ (আ) ଇ (ই) ଉ (উ) ଊ (ঊ) ଏ (এ) ইত্যাদি কয়েকটী অক্ষর যদিও বাঙ্গালার ঐ ঐ অক্ষরের সহিত সম্পূর্ণ এক নহে, কিন্তু অনুধাবন

করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট বোধ হইবে বাঙ্গালার সহিত উহাদের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। ফলতঃ উহারা বাঙ্গালা অক্ষরের অপভ্রংশ। যে কারণে উড়িয়া অক্ষর সকলের বাঙ্গালা অক্ষর হইতে আপাততঃ কিঞ্চিৎ ভেদ ভাব লক্ষিত হয় তাহার বিষয় নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশ-বাসীরা তেড়েট ও তালপত্রে লেখা পড়া করিতেন। উড়িষ্যা-বাসীরা পূর্ব্বের ন্যায় এখন পর্য্যন্ত কেবল তালপত্রই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালীরা ঐ সকল পত্রে কালী দিয়া লেখনীতে লিখিতেন। তাঁহাদের লেখনী বংশ শলাকা নির্ম্মিত ছিল। পরে যখন কাগজ ও তুলট ব্যবহৃত হয়, সেই সময় তাঁহারা খাকের কলম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উড়িয়াদের লিখনপ্রণালী বাঙ্গালীদের লিখন প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। উড়িয়ারা তালপত্রে লিখিবার সময় লৌহ লেখনী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ লৌহ লেখনী, পত্র কাটিবার জন্য উপরে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার ছুরিকাবৎ ও গুরুভার বিশিষ্ট। উহার নিম্ন ভাগ সূচ্যগ্রসম সরু এবং যেস্থলে উহা দুই অঙ্গুলীতে ধৃত হয়, সেস্থানটী পুঁটের মত গোল। উড়িয়ারা এই রূপ লৌহ লেখনী দক্ষিণ হস্তে রীতি মত ধারণ করিয়া ও বাম হস্তের (যদ্দ্বারা লিখন পত্র ধৃত হয়) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের শেষ পর্ব্বের উপর তাহার ভার অর্পণ করিয়া তালপত্রে লিখিয়া থাকেন। এইরূপে লিখিতে গেলেই লেখনী সহজেই গোলাকার ডিম্ববৎ অক্ষর প্রসব করিবে;

অন্যরূপ (বাঙ্গালীদের মত) অক্ষর কদাপি উৎপাদন করিতে পারিবে না। কারণ এরূপ লিখনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ কেন্দ্র স্বরূপ ও তৎস্থানাবলম্বী লেখনীর নিম্ন শেষভাগ ব্যাসার্দ্ধ স্বরূপ হইয়া থাকে। কেন্দ্র ও ব্যাসার্দ্ধের সমবেত কার্য্য গোল ভিন্ন আর কি হইতে পারে। কেন্দ্র ও ব্যাসার্দ্ধে জ্যামিতিক ব্যবস্থানুসারে বৃত্ত ভিন্ন অন্য কোনরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে না। পরন্তু উড়িয়াদের লৌহলেখনী ঐ রূপে বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর অর্পিত না হইলে আর কার্য্য করিতে পারে না। সূচীসম গুরুভার বিশিষ্ট লৌহ লেখনীকে বাঙ্গালীদের মত পেন বা খাঁকের কলমের ন্যায়, দুই অঙ্গুলীতে ধারণ করিয়া যথেচ্ছ ইতস্ততঃ চালনা করা যায় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া বামাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের উপর ভর দিতেই হইবেক। এই প্রতিবন্ধকতা বশতঃ উড়িয়াদের লিখিত কি অক্ষর কি মাত্রা সকলই প্রায় গোলাকার এবং যথেচ্ছ লেখনী চালনে অসামর্থ্য হেতু ইঁহাদের লিখিত কোন কোন অক্ষরও বাঙ্গালা অক্ষর হইতে আংশিক ভিন্নাকার হইয়া উঠিয়াছে। উড়িয়া অক্ষরের মাত্রা গোল হইবার অপর কারণ এই—ইঁহারা যেরূপে তালপত্র ধরিয়া লিখিয়া থাকেন তাহাতে ঐ রূপ লৌহ লেখনী দ্বারা কথঞ্চিৎ সরলরৈখিক মাত্রা উৎপাদন করিতে গেলে পত্র চিরিয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং গোল মাত্রা ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে।

পরন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল অক্ষ-রের কোন কোন অংশে সরল রেখা ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক, উড়িয়ারা সেই সেই স্থলে সরল রেখা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের লিখনে ঐ সরল রেখা সংযোগস্থানাপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক লম্বমান দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ এই যে, তাল-পত্রের উপর লৌহলেখনী দ্বারা নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ দিকে সরল রেখা উত্তোলন করা অতিশয় দুষ্কর, এজন্য উপর হইতে নীচের দিকে টানিতে হয়; সুতরাং লিখ-নের দ্রুততাতে তাহা সংযোগস্থানাপেক্ষাও কিছু অধিক লম্বিত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীদের বাধা কিছুই নাই। তাঁহাদের লেখনীকে তাঁহারা যথেচ্ছ ইতস্ততঃ চালনা করিতে পারেন। তাঁহাদের লেখনী বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর অর্পিত হইয়া রুদ্ধগতি হয় না, সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন গোল ডিম্বাকার অক্ষরও প্রসব করে না। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, যেরূপ বিষয়ী বাঙ্গালীদের লেখনী হইতে জড়ানে কদর্য্য বাঙ্গালা অক্ষর বহির্গত হয় সেইরূপ, উড়িষ্যা-বাসীদের লিখনপ্রণালীও ঐরূপ লেখনীধারণ করি-বার গুণে উভয় স্থানের এক অক্ষরই বিকৃত হইয়া আসিয়াছে।

এস্থলে আরও একটী বিষয় বিশেষ বিবেচ্য হই-তেছে যে, কেবল অক্ষরের বিভিন্নতাতে ভাষা বিভিন্ন হইতে পারে কি না? অক্ষর শব্দের অর্থ চিহ্ন।

ইহা দ্বারা আমরা কেবল মনোগত ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকি। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ইহাকে ভাষাবিভাগের কারণ বলিয়াই স্বীকার বা গণনা করেন নাই। যদি অক্ষরের বিভিন্নতাতে ভাষা বিভিন্ন হইত, তাহা হইলে ভারতের নানা অক্ষরে লিখিত চমৎকারিণী সংস্কৃত ভাষাও পৃথক হইয়া পড়িত। ইংরাজী, ফরাসী, লাটিন্ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় ভাষা সকল কেবল এক রোমান অক্ষরেই লিখিত হয়। এরূপ অবস্থায় তাহারা এক অক্ষরে লিখিত হইয়া সকলে এক ভাষা বলিয়া গণ্য হইত। বাস্তবিক তাহা হয় না। পৃথক পৃথক অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত ভাষা একই ভাষা থাকে; ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাও একই অক্ষরে লিখিত হইয়াও পৃথক পৃথক ভাষা বলিয়া গণ্য হয়। লাটিন প্রভৃতি ভাষা রোমান ও ইটালিক প্রভৃতি অক্ষরে লিখিত হইয়া লাটিনাদি ভাষা বলিয়াই গণ্য হয়। সংস্কৃত, বাঙ্গালাদি অক্ষরে লিখিত হইয়াও বাঙ্গালাদি ভাষা রূপে পরিণত হইয়া যায় না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে অক্ষরের বিভিন্নতাতে ভাষা কদাপি পৃথক হইতে পারে না। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে, যে দক্ষিণাঞ্চলীয় ভাষা বাঙ্গালার সহিত সর্ব্বাবয়বে সৌসাদৃশ্যবর্ত্তী এবং যাহার অক্ষরও বাঙ্গালার সহিত এক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল তাহা যে, কি

কারণে পৃথক বলিয়া গণ্য হয় সহৃদয় তত্ত্বদর্শী মহাশয়েরাই তাহা বিশেষ বিচার করিয়া দেখুন।

উপসংহার।

উপসংহারে কেবল পূর্ব্বকথিত বিষয় সকলেরই সংক্ষেপে পুনরালোচনা করা যাইবে; এবং আনুষঙ্গিক আর কয়েকটী বিশেষ কথাও ইহাতে বিবেচিত হইবে। আমি লিবনিজ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণের মত অবলম্বন করিয়া দক্ষিণাঞ্চল ও বাঙ্গালায় এক ভাষা প্রচলিত হউক, এরূপ ইচ্ছা করি না; ঐ উভয় স্থানের ভাষার অবিভিন্নতা দৃষ্টে ঐ উভয় স্থানের কথিত প্রচলিত ভাষাকে এক বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত সমালোচনায় দৃষ্ট হইবে কি প্রচলিত শব্দ কি কারক ও ক্রিয়ার চিহ্ন উভয়ত্র সকলই এক; কেবল কোন কোন স্থলে আংশিক রূপ-পরিবর্ত্তন মাত্র; একেবারে সর্ব্বাবয়ব কোন স্থলেই পরিবর্ত্তিত নহে। যেরূপ কবিরা তাঁহাদের কৃত কবিতায় পাদ পূরণ নিবন্ধন কোন কোন শব্দ বিকৃত করিয়া লইয়া থাকেন এবং যে রূপ অশিক্ষিত বিষয়ী লোকে কোন কোন শব্দ বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারণ করিতে না পারিয়া কীর্ত্তি স্থানে কিত্তি, ঊর্দ্ধ স্থানে উদ্ধ, ও স্মরণ স্থানে সরণ বা সুমরণ কহে ও করম ধরম প্রভৃতিও প্রয়োগ করে, সেইরূপ দক্ষিণা-

ঞ্চল বাসীরা শীঘ্র শীঘ্র উচ্চারণ করে বলিয়া তাহাদের কথিত অনেক শব্দ বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে তাহাদের কথিত ভাষায় কোন শব্দই বাঙ্গালা হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হইবেক না।

যাহাদের কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম ও খাদ্যাখাদ্য সকলই এক এবং যাহারা পূর্ব্বোক্ত এবং প্রাকৃতিক সীমায় পরিবেষ্টিত, তাহাদের ভাষা কিরূপেই বা বিভিন্ন হইতে পারে? প্রায়ঃপঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, বাঙ্গালার স্ত্রীলোকেরা মম দিয়া মাথায় পেটে পাড়িত (যথা চুল নাই তার পেটে পাড়া), সর্ব্বাঙ্গে উলকী পরিধান করিত, সীঁতিতে প্রায় এক ছটাক সিন্দুর লেপন করিত; উৎকলে স্ত্রীলোকেরা সেই সকল গুলি এখন পর্য্যন্ত অবিকল তদ্রূপই করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বাঙ্গালী স্ত্রীরা যেরূপ তাড় কঙ্কণ পরিধান করিতেন, এক্ষণে উড়িষ্যাবাসী স্ত্রীলোকেরা সেই সকল গুলি অবিকল পরিধান করেন। ইহাদের ও বাঙ্গালীদের ধর্ম্মও এক; বিসদৃশ নহে। দেব দেবীর আরাধনা ও পূজার পদ্ধতিও ভিন্ন নহে। ব্রাহ্মণ জাতিতে দশ দিবস মরণাশৌচ গ্রহণ করেন; কেবল দক্ষিণাঞ্চলীয় ইতর শূদ্রেরা বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশস্থ অতি নিকৃষ্ট শূদ্র জাতির ন্যায় দশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করে, এক মাস নহে; এক্ষণে এই মাত্র বিশেষ। পূর্ব্বে এ বিষয়েরও ঠিক একই নিয়ম ছিল; কিছু কাল

অতীত হইল, শম্ভুকর বাজপেয়ী নামক এক ব্যক্তি মিথিলার মত্র গ্রহণ করিয়া শূদ্র জাতির মধ্যে এই প্রকার নিয়ম প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালারও সর্ব্বত্র মিথিলার মত প্রচলিত ছিল; নবদ্বীপ নিবাসী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য উহার সংশোধন ও কোন কোন অংশের পরিবর্ত্তন করিয়া স্বমত প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাতেই ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাবহারিক বিষয়ে দুই এক স্থলে কিঞ্চিদংশে বিসদৃশ দৃষ্ট হয়।

উড়িষ্যার শেষ সীমা চিল্কাহ্রদের নিকটবর্ত্তী গাঞ্জাম। ঐ শেষ সীমা হইতে তৈলঙ্গ দেশ ও তৈলঙ্গ ভাষার আরম্ভ। যদি উড়িষ্যা বাঙ্গালার অংশ ও ইহার ভাষাও বাঙ্গালা না হইয়া উহা হইতে পৃথক হইত, তাহা হইলে অবশ্যই তৈলঙ্গ দেশের কথা বার্ত্তা বা আচার ব্যবহার ইহাতে কিছু না কিছু সংস্পৃষ্ট থাকিত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঐ দেশের কি আচার ব্যবহার কি কথা বার্ত্তা উহাতে বা উহার ভাষাতে কিছুমাত্র সংস্পৃষ্ট নাই। তৈলঙ্গবাসী স্ত্রীলোকেরা মস্তক শূন্য রাখে, অবগুণ্ঠন দেয় না; এবং পুরুষের নিকট অতিশয় লজ্জাও করে না; ঐ দেশের সমস্ত ব্যক্তির নামের আদিতে উপাধি থাকে; কিন্তু উৎকল-বাসিনী স্ত্রীরা কেহই তৈলঙ্গী স্ত্রীলোক-দিগের ন্যায় ওরূপ কোন ব্যবহারই করেন না এবং নামের আদিতেও উপাধি ব্যবহৃত হয় না দক্ষিণে, কি স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা-সূচক অবগুণ্ঠন

প্রণালী কি নাম সকলি বাঙ্গালার মত, কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে। এক্ষণে উড়িষ্যায় যেরূপ তালপত্রে সকল বিষয় লিখিত হয়, পূর্ব্বে বাঙ্গালাতেও ঠিক সেইরূপ ছিল; এখনও চণ্ডী ও শ্রাদ্ধ উপনয়ন প্রভৃতি ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ের পুস্তক সকল তালপত্রে লিখিত হয়। দক্ষিণে এখনও সভ্যতার বিশেষ সঞ্চার হয় নাই সুতরাং বাঙ্গালীদের সকলি এখানে পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

অতএব যখন দৃষ্ট হইতেছে, সুবর্ণরেখার উত্তর ও দক্ষিণ এই উভয় ভাগেরই প্রচলিত সাধু শব্দ ও ব্যাবহারিক শব্দ সমস্ত সকলই এক এবং খাওয়া, পরা, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ইত্যাদি সকলই এক; সুতরাং এই দুই ভাগের সংস্পৃষ্ট ভাব লোপের কোন সম্ভাবনা নাই, বরং লোপ হইলে মহান্ অনিষ্ট হইবে, তখন কি হেতু অবলম্বন করিয়া যে উড়িষ্যার প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা এদেশ হইতে বাঙ্গালার বিলোপ করেন তাহা বুঝিতে পারি না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যাঁহারা উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গালার বিলোপ করিতে উদ্যত, উঁহারা বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের কথিত ভাষা অবগত নহেন। বাঙ্গালার অন্যান্য নিকৃষ্ট অংশের কথাবার্ত্তা যেরূপ শ্রুতিকটু, কদর্য্য ও অশুদ্ধ, দক্ষিণে ততদূর নহে। উহাতে কোন বিষয়েরই এমন অধিক বৈপরীত্য ভাব দেখা যায় না, যাহাতে সুবর্ণরেখার দক্ষিণদিকস্থ ব্যক্তিবর্গের ভাষাকে বাঙ্গালা হইতে পৃথক কহা যাইতে পারে। এস্থলে বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলের ব্যবহৃত কতক

গুলি শব্দ ও বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে ; দৃষ্ট হইবে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ঐ অঞ্চলে কত পৃথক্ আকার ধারণ করিয়াছে ; উহাদিগকে কেহই বাঙ্গালা ভিন্ন অবান্তর ভাষা কহেন না। উড়িষ্যা বাঙ্গালার নিকৃষ্টাংশ ; এ অংশে কি ঐরূপ অপভ্রংশ ভাব থাকা সম্ভব নহে ?

পূর্ব্বদেশবাসীরা অনুনাসিক বর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহারা বাঁশ স্থানে বাশ, আজ্ঞা [illegible] আগ্যে কহিয়া থাকে। উহারা কথিত শব্দের [illegible]কার স্থানে আকার ব্যবহার করে, যেমন খেয়েছে—খায়েছে, বেনেবাড়ী—বানেবাড়ী, এঁড়েগরু আড়েগরু ইত্যাদি। উহারা পদান্ত ও পদমধ্যস্থ ক ও খ বর্ণের উচ্চারণ হ বা অবর্ণ বৎ করিয়া থাকে, যেমন, পাকা—পাহা, টাকা—টাহা, ইত্যাদি। উহারা পদের আদিস্থিত হকারের উচ্চারণ প্রায়ই অকারবৎ করিয়া থাকে যথা হরি—অরি, হবে—অবে ইত্যাদি। উহারা চকারের উচ্চারণ অনেক স্থানেই পকার বৎ করিয়া থাকে, যথা, থাকবে থাকপে, আসবে—আসপে ইত্যাদি। উহারা বর্গের চতুর্থ বর্ণকে তৃতীয় বর্ণবৎ উচ্চারণ করে যথা, ঘর—গর, ভদ্র-বদ্র, ইত্যাদি। এবং উহারা শকার স্থানে হকার উচ্চারণ করে যথা, শ্বশুর-হশুর, শ্যালা—হালা ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বদেশে এমন অনেক শব্দ প্রচলিত আছে যাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইতে অনেক পৃথক ; ঐ দেশীয়েরা, তিনি যাত্রা করিলেন, এস্থলে তিনি মেলা করিলেন, এরূপ কহিয়া থাকে ; উহারা

বর্ষা স্থানে বাষ্যে, হরিদ্রা—হলদী, গুঁড়া—গুড়া, সর্ব্বস্ব ধন হর্ব্বস্ব ধন, শাশুড়ী—হুউরী, পরাধীন—পরাদীন, হইল—অইল, মা—মাই, খুড়ী—খুখু, পুত্র—প্যুয়া, মাসী—মৈ, পিসী—পৈ, কাট—নকড়ী, তেতুল—তেঁতৈ, ভগ্নীপতি—বোৌলা, ক্ষীর—ক্ষীরা, টক—টেঙা, ইত্যাদি কতপ্রকার অপভ্রষ্ট, অংশ-বিকৃত ও সম্পূর্ণ বিপরীত শব্দই ব্যবহার করে। ইহাদের কথিত ভাষায় ক্রিয়া ও কারক গত অনেক বিশেষ বিভিন্নতা দেখা যায় তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ঠিক, ইহাদের কথিত ভাষাকে ত কেহই বাঙ্গালা হইতে পৃথক ভাষা কহেন না। ফলতঃ দক্ষিণদেশবাসীদের কথিত ভাষাকে লোকে কেন যে বিভিন্ন ভাষা কহে তাহা বুঝা দুষ্কর।

এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ আবশ্যক বোধ হইতেছে। পুরাণ ও উপপুরাণাদিতে উৎকলখণ্ডের অনেক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন আছে; কপিল সংহিতায় ভরদ্বাজমুনিও উহার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিয়া গিয়াছেন। উৎকল শব্দের প্রকৃত অর্থ বিষয়ে মতের একতা দেখা যায় না, কেহ কেহ বলেন উত্কল শব্দ কোন দেশের প্রসিদ্ধ খণ্ডবোধক। অনেকে এই প্রসিদ্ধ খণ্ডবোধকত্ব অবলম্বন করিয়া উড়িষ্যার সমুদয়ই পৃথক করিয়া বলেন। তাঁহারা উড়িষ্যার অধিবাসীদিগকে বাঙ্গালী হইতে পৃথক জাতি মনে করেন, এবং উহাদের ভাষাকেও বাঙ্গালীদের ভাষা হইতে একেবারে পৃথক বলেন। কিন্তু এরূপ বিচার অযৌক্তিক। ভরদ্বাজ মুনি ও আর

আর মুনিগণ উৎকলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন ইহা সত্য; তাঁহারা ঐ দেশকে পুণ্যতীর্থ, দেবক্ষেত্র, ও অশেষ শোভার আকর বলিয়াছেন তাহাও অস্বীকৃত নহে; কিন্তু কেহই এরূপ কহেন নাই যে উড়িষ্যার ভাষা বাঙ্গালার ভাষা হইতে বিভিন্ন। এক ভাষা প্রচলিত স্থানের বহুল ভাগে থাকা অসম্ভব নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বহুভাগে বিভক্ত; উহাতে নানা পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান আছে; কিন্তু উহার অনেক স্থানেই একই হিন্দী ভাষা প্রচলিত। যখন স্নুবর্ণরেখার উত্তর ও দক্ষিণের ভাষা এক বলিয়া সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ হইতেছে তখন উড়িষ্যা স্বতন্ত্র খণ্ড ও অসীম পুণ্যের তীর্থ হইলেও উহাতে, ও বাঙ্গালার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খণ্ড অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গতে একই অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকা অসম্ভব হইতে পারে না।

প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা ভিন্ন জাতিতেও একবিধ ভাষার প্রচলনকে উন্নতির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে দক্ষিণাঞ্চলীয় কতকগুলি তরল-মতি উষ্ণ-শোণিত, যুবক ও তাঁহাদের হিতৈষি বন্ধু-ব্যপদেশী কতকগুলি ব্যক্তি এরূপ এক ভাষাকেও ভিন্ন করিতে যত্ন করিতেছেন; তাঁহারা বুদ্ধির ভ্রমে, দেশের উপকার করিতেছি মনে করিয়া যাহা করিতেছেন তাহার পরিণাম বুঝিতে পারিতেছেন না। আশা করি তাঁহারা ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া ও বিদ্বেষপরতন্ত্র না হইয়া সত্যের অনুসরণ করেন; দক্ষিণা-

ঞ্চলের কদর্য্য অপভ্রষ্ট ভাষাকে বিশুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হয়েন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন তাঁহাদের দেশেরই কয়েক জন গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন উড়িয়া সর্ব্বতোভাবেই বাঙ্গালা; কিঞ্চিৎ অপভ্রষ্ট মাত্র। যাহা দ্বারা স্বদেশের হিত হয় সর্ব্বান্তঃকরণে সকলেরই তাহাই প্রার্থনা করা উচিত, ইহাতে তাঁহাদেরই যশোবৃদ্ধি ও তাঁহাদের দেশেরই মঙ্গল সমুৎপাদিত হইবে—ইত্যলমতি বিস্তরেণ।



কলিকাতা, ৫৮।৫ অপর সরকিউলার রোড, গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।